জ্ঞানের সন্ধান

[Treasury of General Knowledge]

(শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত)

রিপন কলেজের অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক

শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল,

লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—

এইচ্‌ চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

মূল্য—আট আনা

প্রকাশক—
শ্রীসন্তোষকুমার বসু
"হোম"
রাণাঘাট, নদীয়া।

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৪৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ, ১৩৪৩

মুদ্রাপক—শ্রীকরুণাময় আচার্য্য
রামকুমার মেসিন প্রেস
২৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

আজকাল বালক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকলেরই মুখে শোনা যায় যে বর্ত্তমান "বেকার সমস্যার" জন্য "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের" শিক্ষা একমাত্র দায়ী। বোধহয় তাঁহারা মনে করেন যে, শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য "জীবিকা" উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা। একসময় ছিল, যখন সত্যই সেই উদ্দেশ্য লইয়াই বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলি স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজ তাহার বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য লক্ষ লক্ষ ইংরাজী-নবীশ কেরাণীর প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল। সেই হেতু ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দীতে যতদিন লোকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কল্যাণে কেরাণী-যোগ্য শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতে পারিত, ততদিন সাধারণ লোক "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের" শিক্ষাকে এত হেয় মনে করিত না। কিন্তু একটা বিশাল জাতি কেরাণীগিরি করিয়া চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষার প্রসার "বেকার সমস্যার" সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমানে "বেকার সমস্যা" যত গুরুতর হইয়া উঠিতেছে উচ্চ-শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান স্বভাবতঃই তত বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিৎ কোন দেশ বা কোন দেশের "বিশ্ব-বিদ্যালয়ই" বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

তবে একথা সত্য যে আমাদের দেশের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ত' নহেই বরং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহু প্রকারে অসম্পূর্ণ। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে; যেমন ব্যক্তিগত অযোগ্যতা বা জাতিগত দুর্ব্বলতা, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দীনতা জন্মাইয়াছে "পারিপার্শ্বিক প্রভাবের" সঙ্কীর্ণতা হইতে। এদেশের একটী "পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট" ছাত্র অনেকগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়

নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক বহুদিন ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বৃটীশ পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে হয় ত একটী অস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া তুলিতে পারে। কিন্তু দ্বাদশ বৎসরের একটী ইংরাজ বালক কয়েকদিন পার্লামেণ্টের অধিবেশনে দর্শকরূপে যোগ দিয়া তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করে। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষার প্রকারও কতকটা অনুরূপ। আজ সভ্য জগতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে, শিক্ষিতের "অনুসন্ধিৎসা" এবং "অন্তদৃষ্টি" বৃদ্ধি করা, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তকের বদ্‌হজম করান নহে। একটী ইংরাজ বা জার্ম্মাণ যুবক আফ্রিকার মরুপ্রদেশে বা ভারতের জঙ্গলে অতি সহজেই জীবিকা উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পায়, কিন্তু আমরা কোন আলোকই দেখিতে পাই না। আমাদের দেশেও মাড়ওয়ারী বা ভাটিয়া যুবকগণ কলিকাতার রাস্তায় স্বর্ণপেটীকার সন্ধান পায়, কিন্তু একজন উচ্চ-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক অভাবের তাড়নায় এতদূর বিপর্য্যস্ত এবং স্বভাবের বশে এতই পরনির্ভর যে, পাঁচ-দশ টাকায় একটী ছাত্র পড়াইবার সুযোগ পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করে। আমাদের শিক্ষার গলদ এইখানেই। উহার সংশোধন করিতে আমাদের বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। উচ্চ-শিক্ষা দ্বারা চক্ষুকে ভারাক্রান্ত না করিয়া তাহা "জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা" উন্মীলিত করিতে হইবে। এদেশে প্রতিযোগী পরিক্ষার্থী যুবক গণের নিকট সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় এমন অনেক উত্তর পাওয়া গিয়াছে যাহা শিক্ষিত লোক মাত্রেরই মাথা লজ্জায় নত করিয়া দেয়। পুথিগত বিদ্যা জ্ঞানের উন্মেষ করে সত্য কিন্তু বিশেষ অর্থকরী হইবার আর ভরসা নাই। শিক্ষার সংস্কার সুকুমার বয়স হইতেই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। কিছুদিন হইতে সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের কয়েকখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি "খাপছাড়া' প্রশ্নের "খাপছাড়া" উত্তরে জ্ঞানের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে, বরং সঙ্কুচিত হওয়াই সম্ভব।

এই বইগুলির উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ যে, প্রত্যেক প্রশ্নের দ্বারা বালকবালিকাগণের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তিকে জাগরিত করা, নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি করা, নিজের দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে এবং পরের দেশ ও পরদেশবাসী সম্বন্ধে জানিবার কৌতুহল উদ্দীপন করা। **"জ্ঞানের সন্ধান"** বইখানি পড়িয়া মনে হইল, সেই উদ্দেশ্য এই বইখানির দ্বারা সুষ্টুরূপে সাধিত হইবে।

রিপণ কলেজ,
কলিকাতা

শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

বাঙ্গালীর ঘরে ছোট ছেলেমেয়ের অভাব নাই এবং তারা যে জগতের সঙ্গে পরিচিত হ'তে বা জগতের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জান্‌তে চায় না তা নয়! কিন্তু তারা জানবার সুযোগ পায় খুবই কম।

বিলাতে ছোট ছেলেমেয়েদের "সাধারণ জ্ঞানের" প্রয়োজনের অতিরিক্ত বই পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে ভাল "সাধারণ জ্ঞানের" বই মোটেই নাই। "জ্ঞানের সন্ধান" বই খানিতে সে অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীভূত ক'রবার চেষ্টা করা হইল। রিপন কলেজের অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল, মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী মেসার্স এইচ্‌ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং এই পুস্তক প্রকাশে নানা দিক দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ ঋণী।

বন্ধুবর শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এই পুস্তক সঙ্কলন কার্য্যে শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কুমার মিত্র মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এক্ষণে এই পুস্তক যাহাদের জন্য প্রকাশিত হইল তাহাদের কিঞ্চিৎ উপকারে আসিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

রাণাঘাট, নদীয়া
মহালয়া, ১৩৪৩

বিনীত—
শ্রীসন্তোষকুমার বসু

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

প্রথম সংস্করণ ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হওয়ায় 'জ্ঞানের সন্ধান' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অনবধানতাহেতু পূর্ব্ব সংস্করণে যে সামান্য দোষ ক্রুটী ছিল এ সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া বই থানিকে যথাসম্ভব নির্দ্দোষ করা হইল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সংস্করণে বইথানি আমূল সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন এবং পরিশিষ্টে "রাষ্ট্র বিধান" অংশটি তিনিই লিখিয়া দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বই থানিকে স্কুলের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করায় স্বতঃই মনে হয় যে এরূপ পুস্তকের এদেশে বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষক মহোদয়গণকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

রাণাঘাট,
নদীয়া

বিনীত—
শ্রীসন্তোষকুমার বসু

অভিমত

The Teacher's Journal

(শিক্ষা ও সাহিত্য) ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

বলেন—

"জ্ঞানের সন্ধান" পুস্তকখানিতে বাস্তবিকই 'সাধারণ জ্ঞানের" সন্ধান মিলে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তকের প্রয়োজনিয়তা আজকাল সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের জগতের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকিলেও শিক্ষক ও অভিভাবক-দিগের নিকট হইতে তাহারা সন্তোষজনক উত্তর কিম্বা উৎসাহ পায় না। সম্প্রতি সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে দু'একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইলেও, সঙ্কলয়িতা "জ্ঞানের সন্ধানে" ভৌগলিক, ঐতিহাসীক ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্নের সাথে সাথে উত্তরগুলি এমন সংক্ষেপে ও সহজবোধ্য ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে ইহা বালক বালিকাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া তাহাদের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগরিত করিবে।

এই পুস্তকখানি সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের সাধারণ "জ্ঞানের" সন্ধান যোগাইয়া তাহাদের নূতন চিন্তাধারার উন্মেষ করিবে এবং শিক্ষকগণও উহাতে অনেক প্রশ্নের জবাব পাইবেন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, বলেন—

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান অত্যন্ত কম। উহার ফলে বিদেশ দূরের কথা, স্বদেশ সম্পর্কেই তাহাদের অজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। আলোচ্য পুস্তকখানিতে (জ্ঞানের সন্ধান) ভূগোল ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে বহু প্রশ্নোত্তর থাকায় ছেলে মেয়েরা সহজেই অনেক বিষয় জানিতে ও শিখিতে পারিবে। ইংরাজিতে এরূপ পুস্তক অনেক আছে; বাঙ্গালা ভাষায় ঐ ধরণের পুস্তক প্রকাশিত করিয়া প্রকাশক সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। * * *

সূচিপত্র

ভৌগোলিক বিবরণ

ঐতিহাসিক বিবরণ

সাহিত্য

বাতাস

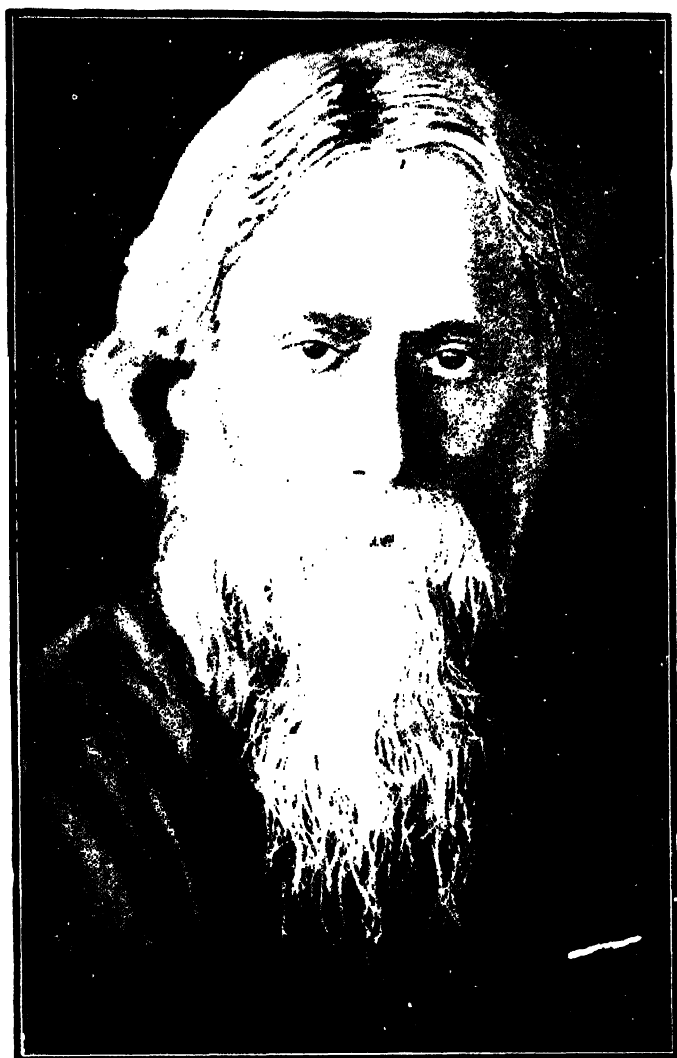
বেলুন

বিজ্ঞান

খেলাধূলা

জীবনী

পরিশিষ্ট



জ্ঞানের সন্ধান

বিবিধ প্রশ্ন

১। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাঠের বাড়ী কোন্‌টা ?

নরওয়েতে বোরগাণ্ডের পুরাতন গির্জ্জা। ১১শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

২। পৃথিবীর কোথায় এমন একটি গির্জ্জা আছে যাহার সমস্তই প্রবালের (Coral) দ্বারা তৈয়ারী ?

ভারতমহাসাগরের মাহী দ্বীপে একটী গির্জ্জা আছে তাহা সমস্তই প্রবালের দ্বারা তৈয়ারী।

৩। বিলাত হইতে সমূদ্র পথে এবং আকাশপথে (Aeroplane) আসিতে নিম্নলিখিত স্থান সমূহের দূরত্ব ও কত সময় লাগে ?

স্থান	দূরত্ব	সমুদ্র পথে	আকাশ পথে
করাচী—	৪,৬৭৮ মাইল	১৭ দিন	৬½ দিন
দিল্লী	৫,৩৫৮ ”	১৮ ”	৭½ ”
সিঙ্গাপুর	৮,৫০৫ ”	২৩ ”	১০½ ”
বোম্বাই	৬,৩০০ ”	২১ ”	৬½ ”
কলিকাতা	৬,৩৬০ ”	২৫ ”	৮½ ”

৪। প্যাগোডা সম্বন্ধে কি জান ?

কারুকার্য্য খচিত কাষ্ঠ বা প্রস্তর নির্ম্মিত বৌদ্ধ বা হিন্দুদিগের ধর্ম্মমন্দির। প্যাগোডা পিরামিডের আকারে তৈয়ারী। ইহা খুব উচ্চ। ইহার নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত সিঁড়ি আছে, প্রাচীর ইট কিম্বা মার্ব্বেল পাথরের দ্বারা প্রস্তুত এবং ভিতরে অনেক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও অনেক ঘণ্টা আছে।

৫। কোথাও কম্পমান সেতু আছে কি ?

আছে। কণওয়ের উপর Llanwrstএ Indigo Jones ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে এই সেতুর design করিয়াছিলেন। ইহা এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে যদি কেহ এই সেতুর মধ্যস্থিত খিলানেতে (archএ) নাড়া দেয় তাহা হইলে সমস্ত সেতুটী কাঁপে। Jones শক্ত পাহাড়ের উপর সেতুর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন যাহাতে উহা না নামিয়া যায়; কিন্তু বোধ হয় ভিত্তির স্থান কঠিন জমিতে স্থাপিত হয় নাই, সেইজন্য সেতুটী এইরূপ কাঁপে।

৬। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ লোক কে ?

তুর্কীর [illegible] আগা, তাঁহার বয়স ১৬১ বৎসর। ১৭৭৪ সালে তাঁহার জন্ম; তিনি নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সিরিয়াতে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তিনি তুর্কীতে রেলওয়ে কাজ করিতেছেন। ১৯৩১ সালে তিনি আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

৭। আমাদের দেশে নামের পূর্ব্বে যেমন শ্রীযুক্ত, শ্রীযুক্তা ইত্যাদি লিখিতে হয়, অন্যান্য দেশে কি লিখিতে হয় ?

জার্ম্মানদের ... Herr (হের)
ইতালীয়দের ... Signor (সিনর)

ফরাসীদের	...	Monsieur (মেঁাসিয়ে)
ফরাসী অবিবাহিতা মেয়েদের	...	Mademoiselle (ম্যাদা-মোয়া-জেল)
বিলাতে বিবাহিতা „	...	Mrs (মিসেস্)
ঐ অবিবাহিতা „	...	Miss (মিস্)

৮। ডাক টিকিটের প্রচলন প্রথম কবে হইয়াছিল ?

রোল্যাণ্ড হিল প্রথম ইংলণ্ডে পেণি পোষ্টেজ প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন ১৭৬১ সালে। কিন্তু তাহা কতকগুলি সর্ত্তাধীনে ছিল।

৯। রোগীর ঘরে ফুল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কেন ?

টাট্‌কা ফুল রোগীর মনের বিষাদ দূর করে এবং মনে আনন্দ আনিয়া দেয়। ইহা ছাড়াও উহারা মানুষের নিঃশ্বাস হইতে যে কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড বাহির হয় তাহা শোষণ করিয়া লয়। ইহাতে সেখানকার বাতাস বিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং প্রচুর অক্সিজেন সরবরাহ হয়।

১০। কি রকম করিয়া রাখিলে পিত্তল এবং ইস্পাতে মরিচা ধরে না।

ইস্পাত এবং পিতলের উপর চূণ এবং জল দিয়া খুব ভাল করিয়া ঘসিতে হয়। সমস্ত সৌন্দর্য্যজনক জিনিষকে এই ভাবে রাখিলে অনেকদিন মরিচা পড়িবে না।

১১। আলোর গতি কত ?

প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল

১২। শব্দের গতি কত ?

প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট

১৩। কে প্রথমে এবং কি প্রকারে অন্ধদের পড়িবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ?

ফ্রান্সের অধিবাসী লুই ব্রেইল প্রথমে (কাঠের অক্ষর প্রস্তুত করিয়া) অন্ধদের পড়াইবার ব্যবস্থা করেন।

১৪। কোন বিচারক অপরাধীকে সর্ব্বাপেক্ষা কম শাস্তি দিয়াছিলেন ?

১৮৮৭ সালে জাষ্টিস্ হাকিন্ সাহেব একটি স্ত্রীলোককে পাঁচ মিনিটের জন্য জেল দিয়াছিলেন।

১৫। মানুষের দেহে কোন্খানে সবচেয়ে ছোট হাড় পাওয়া যায় ?

মানুষের কানের মধ্যে একটি হাড় আছে তাহা এত ছোট যে তাহা দেখিতে একটি ছোট বন্দুকের গুলির মত।

১৬। বাদুড় একসঙ্গে কয়টি ডিম পাড়ে ?

বাদুড় মোটেই ডিম পাড়ে না। ইহাদের একেবারে বাচ্চা হয়।

১৭। পৃথিবীর সবচেয়ে খর্ব্বাকার জাতি কোন্টি এবং কোন্ জায়গায় বাস করে ?

পিগমি, মধ্য আফ্রিকায় তাহাদের বাস।

১৮। মানুষের হৃদপিণ্ড কোন্ দিকে থাকে ?

বাম দিকে।

১৯। অস্ত্র চিকিৎসায় (Chloroform) ক্লোরোফরম্ কে প্রথম বাহির করিয়াছেন ?

সিমসন।

২০। কলিকাতার প্রথম বাঙ্গালী মেয়র কে ?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

২১। প্রবাসী পত্রিকার এরূপ নাম হইল কেন ?

প্রথমে এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী কর্তৃক এই পত্রিকা বাহির হইয়াছিল ; প্রবাসে ইহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম প্রবাসী।

২২। দেহে একেবারে হাড় নাই এরূপ ছেলে কোথাও আছে কি ?

১৮৮০ সালে আমেরিকায় জর্জিয়াতে এইরূপ একটি ছেলে জন্মিয়াছিল। জন্মের সময় তাহার যেরূপ চেহারা হয় এগার বৎসর বয়সেও ঠিক সেইরূপ ছিল। তাহার দেহে একেবারে হাড় ছিল না। পনের মিনিট অন্তর তাকে কেবলমাত্র দুধ আর জল খাইতে দেওয়া হইত। [হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে ভগীরথ (গঙ্গা আনয়ন কর্ত্তা) অস্থিবিহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন]

২৩। দাড়িতে কি কখনও ট্যাক্স বসিয়াছিল ?

রাণী এলিজাবেথের সময়ে যাহারা দাড়ি রাখিত তাহাদের প্রত্যেককে প্রতি পনের দিনে দাড়ির ট্যাক্স দিতে হইত ৩ শিলিং ৪ পেন্স। রুশিয়ার পিটার দি গ্রেট ১৭০৫ সালের দাড়ির ট্যাক্সের নিয়ম করিয়াছিলেন। তারপর ১৭৬২ সালে দ্বিতীয় ক্যাথারিণ এই নিয়ম তুলিয়া দিয়াছিলেন।

২৪। কাচ কি দিয়া কাটা হয় ?

হীরক বা ঐ জাতীয় অপর কোন পাথর দিয়া।

২৫। Deccan Queen, Blue Bird এবং Blue Mail বলিতে কি বুঝায় ?

Deccan Queen একটী এক্সপ্রেস গাড়ী। ইহা পুণা হইতে বম্বে পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। Blue Bird একটি মেল ট্রেণ। ইহা পেশোয়ার

হইতে ম্যাঙ্গালোর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। Blue Mail প্রতি বৃহস্পতিবারে কলিকাতা হইতে বোম্বায়ে ডাক জাহাজ ধরাইয়া দিবার জন্য একটি স্পেশাল মেল গাড়ী।

২৬। ইংল্যাণ্ডের দাস ব্যবসা কবে উঠিয়া গিয়াছিল?

১৮০৭ সালের ২৫শে মার্চ্চ।

২৭। বয়কট্ (Boycott) কথার অর্থ কি এবং উৎপত্তি কোথা হইতে?

ব্যাপকভাবে পরিত্যাগ করা। ১৮৮০ খৃঃ মেয়ো দেশবাসী কাপ্তান বয়কটকে তাঁহার দেশবাসিগণ কোন পারিবারিক কারণে তাঁহাকে ব্যাপকভাবে পরিত্যাগ করেন। কাপ্তান বয়কটের নাম হইতেই উক্তরূপ পরিত্যাগ করাকে আমরা বয়কট করা বলি।

২৮। শ্রীঅরবিন্দ এখন কোথায় আছেন?

পণ্ডিচেরীতে (মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে ফরাসী অধিকৃত একটী অঞ্চলে)

২৯। এভারেষ্ট কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল?

১৮৫২ খৃঃ রাধানাথ সিকদার নামক সার্ভে জেনারেল আফিসের এক বাঙ্গালী যুবক দ্বারা।

৩০। কলিকাতা হইতে দিল্লী কতদূর?

৯০২ মাইল।

৩১। কে যুদ্ধের প্রথম ধাত্রী (Nurse) ছিল?

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্। ইনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরাজ শিবিরে প্রথম সেবা-ব্রত প্রচলন করেন। ঐ সময় হইতে শিক্ষিতা ধাত্রীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

৩২। কোন্ দেশের নাম সব চেয়ে ছোট ?

Oa (ওয়া) গ্রামের। স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমে একটি দ্বীপ।

৩৩। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কবে অভিষেক হইয়াছিল ?

১৮৩৮ সালের ২৮শে জুন।

৩৪। বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্এর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

৩৫। কোন্ অন্ধ, বোবা ও বধির রমণী পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ?

হেলেন কোলার।

৩৬। গাছের বয়স কি করিয়া জানিতে পারা যায় ?

গাছের গুঁড়ি আড়াআড়ি চিরিলে বয়স জানিতে পারা যায়। উহার ভিতরে যতগুলি চক্রের ন্যায় আকার দেখিতে পাওয়া যাইবে গাছের তত বৎসর বয়স। কারণ গুঁড়ির ভিতর প্রতি বৎসর ঐরূপ একটী করিয়া দাগ হয়।

৩৭। লর্ড ক্লাইভএর কি করিয়া মৃত্যু হইয়াছিল ?

আত্মহত্যা করিয়া।

৩৮। কত বয়স পর্য্যন্ত রেলওয়ে টিকিট লাগে না ?

তিন বৎসর।

৩৯। কোন্ ইংরেজ প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন ?

(Thomas Stephens) টমাস ষ্টিফেন্স্।

৪০। ডেভিড হেয়ারের কবর কোন্ জায়গায় আছে ?

কলেজ ষ্ট্রীটে হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে।

৪১। ব্রতচারী নৃত্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্।

৪২। ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রথম Victoria Cross পাইয়াছে ?

বেলুচি সৈন্যদের সিপাহী খোদাদাদ।

৪৩। কলিকাতায় কাহার মোটর গাড়ীর নম্বর নাই ?

লাট সাহেবের।

৪৪। রাজা রামমোহন রায় কোথায় মারা যান ?

ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরে।

৪৫। ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে ডাকে চিঠি দিতে কয় পয়সার টিকিট লাগে ?

দশ পয়সার।

৪৬। (Ship of the desert) মরুভূমির জাহাজ কাহাদের বলা হয় ?

উষ্ট্রকে।

৪৭। রঞ্জি কাপ নাম হইল কেন ?

পৃথিবীর একটী বিখ্যাত ক্রীকেট খেলোয়াড় রঞ্জিত সিং-এর নামানুসারে এই কাপ হইয়াছে।

৪৮। জজ সাহেব কখন কালো টুপী পরেন ?

যখন কোন লোকের ফাঁসীর হুকুম দেন, তখন জজ সাহেব কালো টুপী পরেন। কালো টুপী সর্ব্বদাই শোকের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৪৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের মাহিনা কত ?

ভাইস-চ্যান্সেলারের মাহিনা নাই, অবৈতনিক পদ।

৫০। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল কোথায় ?

শ্রীরামপুরে।

৫১। আমেরিকার (Independence day) স্বাধীনতা দিবস কবে ?

৪ঠা জুলাই, এই দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছিল। যুক্ত-রাষ্ট্রে এই দিনে খুব আনন্দ উৎসব করা হইয়া থাকে।

৫২। রাজা রেলওয়ে ট্রেণে ভ্রমণ করিবার সময় কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ?

রাজা যখন রেলে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহার রয়েল ট্রেণের সাম্নে পাইলট্ এঞ্জিন পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

৫৩। কোন্ দেশে মৃত দেহের হস্তে একটি পয়সা দিবার নিয়ম ছিল ?

প্রাচীন গ্রীসে। চীনাদের মধ্যেও এ প্রথা দেখা যায়।

৫৪। সুন্দর বন নাম হইল কেন ?

বহুল পরিমাণে সুন্দরী বৃক্ষ পাওয়া যায় বলিয়া।

৫৫। কোন্ বৈজ্ঞানিকের নাক কাটা গিয়াছিল ?

তাইকোব্রাহী।

৫৬। দাঁতের জন্য কোন্ দেশে উৎসব হয় ?

প্রতি বৎসর ব্যাঙ্ককে বুদ্ধের পবিত্র দাঁতের জন্য নানারকম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সিংহলেও হইয়া থাকে।

৫৭। (Black Friday) ব্ল্যাক ফ্রাইডে কোন্ দিনকে বলা হয় ?

১৮৬৬ সালের ১১ই মে। ঐ দিন ইংলণ্ডে আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল।

৫৮। (Union Jack) ইউনিয়ান জ্যাক্ কাহাকে বলা হয় ?

ইংরাজদের জাতীয় পতাকা।

৫৯। গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী বিলাত গিয়া কোথায় ছিলেন ?

কিংস্‌হলে মুরিয়েল লেষ্টারের গৃহে।

৬০। কবীর কি জাতি ছিলেন ?

তন্তুবায়।

৬১। আবলুষ্ ও মেহগিনি কি এবং কোন্ দেশে পাওয়া যায় ?

একরকম কালো কাঠ, সাধারণতঃ সিংহলে পাওয়া যায়।

৬২। ফ্যাসিষ্ট কাদের বলা হয় ?

ইতালীর সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলকে।

৬৩। কে প্রথম ইংল্যাণ্ডকে "A nation of shop-keepers" বলিয়াছিলেন ?

প্রথমে নেপোলিয়ান ১৮১৭ সালে এই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে ; কিন্তু অ্যাডাম স্মিত ১৭৬০ খৃঃ অব্দে তাঁর "Wealth of Nationsয়ে" এই কথা বলিয়াছিলেন।

৬৪। হাউস অফ কমন্স্ এর সর্ব্বপ্রথম বক্তা কে ?

ঠিক করিয়া বলিতে গেলে ১২৬০ খৃঃ অব্দে সাইমন ডি মন ফোর্টই প্রথম বক্তা; কিন্তু পিটার ডি মেরি ১৩৭৬ সালে প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে।

৬৫। ডুবোজাহাজ (Submarine) কি ?

একপ্রকার যুদ্ধ জাহাজ। যাহা জলের নীচে দিয়া চলে এবং টরপেডোর সাহায্যে অন্যান্য জাহাজ ধ্বংস করে।

৬৬। সব চেয়ে বড় দিন এবং ছোট দিন কবে ?

২১শে জুন। ২৩শে ডিসেম্বর।

জীব জন্তুর প্রশ্ন

১। ডানা নাই এরূপ কোন পাখী আছে কি ?

নিউজিল্যাণ্ডে একরকম পাখী আছে নাম Apteryx. তার ডানা নাই।

২। কোন্ পাখী অন্য পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে ?

কোকিল।

৩। পেঁচা দিনের বেলায় বাহির হয় না কেন ?

পেঁচা সাধারণতঃ ইন্দুর, ব্যাঙ ইত্যাদি খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এই সকল জন্তু বেশীর ভাগ রাত্রে বাহির হয় এবং সেই সময় পেঁচা তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। ইহা ছাড়া সূর্য্যালোক পেঁচার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। রাত্রে আহার ধরিবার জন্য ইহাদের চক্ষুও বড় এবং তাহার জ্যোতিও অধিক।

৪। এমন একটী পাখীর নাম কর যাহা (ক) রাত্রে গান করে ; (খ) মাছ খাইয়া জীবনধারণ করে।

(ক) (Nightingale) নাইটিঙ্গেল্ (খ) মাছরাঙা পাখী।

৫। হাঁস জলে ভিজে যায় না কেন ?

হাঁসের পালকে একপ্রকার তেলা জিনিষ আছে বলিয়া।

৬। কোন্ প্রাণী খুব বেশী দৌড়াইতে পারে ?

চিতা বাঘ।

৭। বিড়াল জলকে খুব ভয় করে কেন ?

বিড়ালের গায়ে কোন তৈলাক্ত জিনিষ নাই, কাজেই অল্প জলেই সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায় বলিয়া।

৮। সব চেয়ে বিষাক্ত সাপ কি ?

কোব্‌রা (গোখুরাসাপ)।

৯। মৌমাছিরা গুণ গুণ শব্দ করে কি প্রকারে ?

উহারা মুখ দ্বারা কোন শব্দ করে না, খুব তাড়াতাড়ি ডানা নাড়ার জন্য ঐরূপ শব্দ হয়।

১০। আফ্রিকার হাতী ও ভারতের হাতীতে তফাৎ কি ?

আফ্রিকার হাতী ভারতের হাতীর চেয়ে বেশী লম্বা। তাহাদের দাঁত বেশী বড়, কান বেশী লম্বা এবং শুঁড়ের ডগায় আঙ্গুলের মত দুইটী ছুঁচালো মাংস আছে, ভারতের হাতীর শুঁড়ের ডগায় মাত্র একটী আছে।

১১। কোন্ জন্তু বছরের বেশী সময় না খেয়ে ও নিঃশ্বাস না ফেলে বেঁচে থাক্‌তে পারে ?

কচ্ছপ।

১২। কোন্ পাখী আকাশে ডিম পাড়ে ও মাটিতে পড়িবার আগেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা উড়িয়া যায় ?

হোমা পাখী।

১৩। কোন্ প্রাণীর সব চেয়ে বড় শিং আছে ?

(Moose dear) আমেরিকার এক প্রকার বড় হরিণ।

১৪। কোন্ প্রাণীর জিব ও দাঁত এক সঙ্গে জোড়া থাকে ? .

শামুক।

১৫। কোন্ প্রাণী সব চেয়ে বেশী লাফাইতে পারে ?

কেঙ্গারু। ইহারা লম্বায় ৬০ হইতে ৭০ ফিট ও উর্দ্ধে ১২ হইতে ১৫ ফিট লাফাইতে পারে।

১৬। কোন্ মাছের মুখে আলো জ্বলে ?

জোনাকি মাছ, ইহারা সমুদ্রের তলায় খুব অন্ধকারের মধ্যে থাকে, কাজেই সহজে শিকার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না, তাই উহাদের ওষ্ঠের উপরের শুঁড়ের ডগা হইতে জোনাকির মত আলো বাহির হইয়া থাকে।

১৭। কোন্ মাছ উড়িতে পারে ?

সমুদ্রে একপ্রকার মাছ আছে তাহারা সাধারণতঃ দলবদ্ধ হইয়া সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়, উহাদের বুকের ডানা দুইটী খুব বড়, ঠিক যেন পাখীর ডানার মত, জল হইতে শূন্যে লাফাইয়া ঐ ডানা নাড়িয়া উহারা ৪।৫ হাত তফাতে উড়িয়া যাইতে পারে এইজন্য উহাদিগকে উড়ুক্কু মাছ বলে।

১৮। করাত মাছ কাহাকে বলে ?

এই মাছ সাধারণতঃ বঙ্গোপসাগরে বাস করে, ইহারা সমুদ্রের তলায় থাকে বলিয়া ইহাদের আকৃতি অনেকটা চেপ্টা রকমের। ইহাদের মুখের উপরকার অংশ ৩।৪ হাত লম্বা একপ্রকার করাতের মত অস্ত্র থাকে, ইহারা এই অস্ত্রের সাহায্যে শিকার করে।

১৯। কোন্ মাছের লেজে চাবুক প্রস্তুত হয় ?

শঙ্কর মাছ। ইহাদের লেজ সরু ও ৩।৪ হাত লম্বা হইয়া থাকে। অনেক লোক ইহাদের লেজ দ্বারা চাবুক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

২০। কোন্ প্রাণী জিব দিয়া শুনে ?

সাপ।

২১। চীনেরা কোন্ পাখীর বাসার ঝোল রাঁধিয়া খায় ?

বর্ণিয়ো দ্বীপে তালচোঁচ নামে একপ্রকার পাখী আছে, তাহারা

কেবল মুখের লালা দিয়ে বাসা তৈয়ারী করে, চীনেরা ঐ বাসা সিদ্ধ করিয়া একপ্রকার ঝোল রাঁধিয়া খায়।

২২। জীব জন্তুর জীবন—

হাতী	১০০—২০০	বৎসর	ভল্লুক	২৫—৩৫	বৎসর
কচ্ছপ	১৪০—১৫০	,,	খরগোস	৭—১২	,,
বাঘ	১৫—২৫	,,	মুরগী	১৫—২০	,,
নেকড়ে বাঘ	১০—১৫	,,	হাঁস	২৫—৫০	,,
সিংহ	১২—২৫	,,	পেঁচা	৬—৮	,,
ঘোড়া	১৫—২৫	,,	টিয়াপাখী	২০—৫০	,,
কুকুর	১০—১৫	,,	ইঁদুর	৩—৪	,,
ছাগল	১২—১৫	,,	ব্যাঙ	৫—১০	,,
বিড়াল	১০—১৫	,,	গিনিপিগ	৪—৭	,,

ভারতীয় সর্ব্বপ্রথম

১। প্রথম I. C. S.—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। প্রথম ব্যারিষ্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

৩। হাইকোর্টের প্রথম চিফ্ জাষ্টিস্—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।

৪। I. C. S. পরীক্ষায় প্রথম—স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জি।

৫। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট—
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

৭। প্রথম বাঙ্গালী গভর্ণর—লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

৮। প্রথম ভাইস্‌-চ্যান্সেলার—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। হাইকোর্টের প্রথম জজ্‌—রমাপ্রসাদ রায়।

১০। প্রথম Engineer —নীলমণি মিত্র।

১১। London এর সর্ব্বপ্রথম D. Sc.—স্যার জে, সি, বসু।

১২। সর্ব্বপ্রথম যে দুইজন মহিলা বিলাত যাত্রা করেন—
তরু ও অরু দত্ত।

১৩। ভারতীয় মহিলা এম্‌-এ পাশ করেন—চন্দ্রমুখী বসু।

১৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা গ্রাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

১৫। কোন্ কোন্ ভারতবাসী বিলাতে F. R. S. হইয়াছেন।

১। ডাঃ মেঘনাদ সাহা।

২। স্যার জে, সি, বসু।

৩। স্যার সি, ভি, রমণ।

৪। রামানুজম্‌।

৫। ডাক্তার বীরবল সাহানী।

ভৌগোলিক বিবরণ

১। আমাদের বাঙ্গালাদেশ।

বাঙ্গালা দেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে আসাম প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ।

২। বাঙ্গালাদেশে কয়টী বিভাগ আছে?

পাঁচটি।

১। বৰ্দ্ধমান। ২। প্রেসিডেন্সী। ৩। রাজসাহী ৪। ঢাকা ৫। চট্টগ্রাম।

৩। বাঙ্গালা দেশে পাঁচটী বিভাগের কতগুলি জেলা আছে ?

২৮টি।

৪। বাঙ্গালা দেশে কতগুলি গ্রাম আছে ?

৮৯,৫২৫টী।

৫। মোট বাঙ্গালা দেশে কত লোক আছে ?

৫১,০৮৭,৩৩৭ জন।

৬। বাঙ্গালা দেশের কোন্ অংশকে পশ্চিম বঙ্গ বলে ?

বৰ্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের ১৩টী জেলাকে পশ্চিম বঙ্গ বলে।

৭ বাঙ্গালা দেশের কোন্ অংশকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে ?

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টী জেলাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে।

৮। বাঙ্গালা দেশের কোন্ অংশকে উত্তর বঙ্গ বলে ?

রাজসাহী বিভাগের ৮টী জেলা ও কুচবিহার রাজ্য উত্তর বঙ্গ নামে পরিচিত।

৯। বাঙ্গালা দেশে কয়টি করদ বা মিত্র রাজ্য আছে ?

দুইটী—১। কুচবিহার। ২। ত্রিপুরা।

১০। বাঙ্গালা দেশে কি কি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় ?

১। পাথুরিয়া কয়লা। ২। লৌহ। ৩। অভ্র। এই তিনটী প্রধান।

১১। বাঙ্গালা দেশের কয়েকটি প্রধান নদ নদী।

(১) গঙ্গা (২) পদ্মা। (৩) যমুনা। (৪) ব্রহ্মপুত্র (৮) মেঘনা।

(৬) ধলেশ্বরী। (৭) বুড়ীগঙ্গা। (৮) মধুমতী। (৯) মহানন্দা। (১০) আত্রেয়ী। (১১) কপোতাক্ষী।

১২। কৃষ্ণনগর নাম হইয়াছে কেন?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল কৃষ্ণনগর, বলিয়া তাঁহারই নাম অনুসারে কৃষ্ণনগর নাম হইয়াছে।

১৩। মুর্শিদাবাদ নাম হইয়াছে কেন?

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এই নগর স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম মুর্শিদাবাদ।

১৪। বীরভূম নাম হইয়াছে কেন?

রাজা বীর সিংহের নামানুসারে ইহার নাম বীরভূম হইয়াছে।

১৫। মুসলমান রাজত্বকালে যখন ঢাকা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল তখন তাহার নাম কি ছিল?

জাহাঙ্গীর নগর।

১৬। ফরিদপুর নাম হইয়াছে কেন?

কথিত আছে ফরিদসাহ্ নামক একজন ফকিরের নাম অনুসারে ইহার নাম ফরিদপুর হইয়াছে।

১৭। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে কোন্ জেলা সব চেয়ে বড়?

ময়মনসিংহ জেলা। লোকসংখ্যা ৫,১৩০,২৬২।

১৮। বাঙ্গালা দেশে কতটি হাইস্কুল আছে?

মোট ১২৫০টী স্কুল আছে।

বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি স্মরণীয় গ্রাম

১। যশোহর জেলায় সাগর-দাঁড়ী গ্রামে স্বর্গীয় **কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন।**

২। যশোহর জেলায় মধুমতী নদীর তীরে মহম্মদপুর গ্রামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ **রাজা সীতারাম রায়ের** রাজধানী ছিল।

৩। খুলনা জেলার রাড়ুলি নামক গ্রামে **আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়** জন্মগ্রহণ করেন।

৪। খুলনা জেলার সেন্‌হাটী নামক গ্রামে পরলোকগত সুবিখ্যাত কবি **কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার** মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

৫। খুলনা জেলায় যশোর নামক গ্রামে **মহারাজা প্রতাপাদিত্যের** রাজধানী ছিল।

৬। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে স্বর্গীয় **কবি দ্বিজেন্দ্রলাল** রায় জন্মগ্রহণ করেন।

৭। নবদ্বীপে **মহাপ্রভু চৈতন্যদেব** জন্মগ্রহণ করেন।

৮। রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে রামায়ণের অনুবাদক পরলোকগত **মহাকবি কৃত্তিবাস** জন্মগ্রহণ করেন।

৯। দোহাকুল নামক গ্রামে পরম বৈষ্ণব **বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী** জন্মগ্রহণ করেন।

১০। পলাশীতে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব **সিরাজ্‌দ্দৌলা** ইংরাজদের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হন। পূর্ব্বে এই স্থান মুর্শিদাবাদ জেলার ভিতরে ছিল।

১১। মুর্শিদাবাদ জেলায় কাশিমবাজার নামক স্থানে **মহারাণী স্বর্ণময়ীর** বাসস্থান ছিল।

১২। চব্বিশপরগণা জেলায় নৈহাটী রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্ব ধারে কাঁঠালপাড়া নামক গ্রামে **সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** জন্মগ্রহণ করেন।

১৩। (ক) ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধিগ্রাম প্রথম **বাঙ্গালী** র‍্যাংলার **আনন্দমোহন বসুর** জন্মস্থান।

(খ) ঢাকা জেলার জয়দেবপুর গ্রাম স্বভাব কবি **গোবিন্দ দাসের** জন্মস্থান।

১। মণিরামপুর নামক স্থানে স্বর্গীয় **স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** বাসস্থান ছিল।

১৫। বর্দ্ধমান জেলায় সিঙ্গি নামক গ্রামে অমর কবি **কাশিরাম দাস** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৬। বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে **বৈষ্ণব কবি জয়দেব** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নান্নুর গ্রামে বিখ্যাত **কবি চণ্ডিদাসের** বাসস্থান ছিল।

১৭। রায়পুর গ্রামে **লর্ড** সিংহের (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ) বাসস্থান।

১৮। মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ নামক গ্রামে **পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

১৯। হুগলী জেলায় হাজী **মহম্মদ মহসীনের জন্মস্থান**।

২০। হুগলী জেলায় রাধানগর নামক গ্রামে **রাজা রামমোহন রায়** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। কামারপুকুর গ্রামে **৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২২। হুগলী জেলায় জীরাট বলাগড় গ্রামে স্যার **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়** মহাশয়ের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল।

২৩। ঢাকা জেলায় তেলিরবাগ গ্রামে **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২৪। ঢাকা জেলায় রাড়িখাল গ্রামে **স্যার জগদীশচন্দ্র বসু** মহাশয়ের বাসস্থান।

২৫। ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণ গাঁ নামক গ্রামে **শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর** পৈত্রিক বাসস্থান।

২৬। ফরিদপুর জেলায় টিলাবাড়ী নামক স্থানে **রাজা সীতারাম রায়ের** দুর্গ ছিল।

২৭। কেদারবাড়ী নামক স্থানে **চাঁদ রায় ও কেদার রায়** নামক দুইজন ভূস্বামী এক সুন্দর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

২৮। ফতেজঙ্গপুরে মহারাজা **কেদার রায়, মানসিংহের** সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

২৯। বরিশাল জেলায় বাটাজোড় গ্রাম স্বর্গীয় **মহাত্মা অশ্বিনী-কুমার দত্তের** জন্মস্থান।

৩০। রাজসাহী জেলার নাটোর নামক গ্রামে দানশীলা **মহারাণী রাণী ভবানীর** বাসস্থান ছিল।

৩১। চট্টগ্রাম জেলায় নোয়াপাড়া নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় **কবি নবীনচন্দ্র সেন** জন্মগ্রহণ করেন।

৩২। চব্বিশ পরগণা জেলায় মজিলপুর গ্রামে **পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর** জন্ম হয়।



ভারতের খবর

১। ভারতবর্ষে মোট জমির পরিমাণ কত ?

১৮,০৯,০০০ বর্গমাইল।

২। ভারতবর্ষে মোট কত লোক বাস করে ?

সমস্ত পৃথিবীর $\frac{1}{5}$ অংশ লোক ভারতবর্ষে বাস করে। ভারতবর্ষের মোট লোক সংখ্যা ৩৫,২০,৮৬,৮৭৬।

৩। ভারতবর্ষের মধ্যে লোক সংখ্যায় কোন্ জেলা সব চেয়ে বড় ?

ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশী।

৪। কোন্ প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের বাস ?

আমাদের বাঙ্গালা দেশে।

৫। ভারতের রাজধানী পূর্ব্বে কোথায় ছিল এবং বর্ত্তমানে কোথায় ?

পূর্ব্বে কলিকাতায় ছিল, বর্ত্তমানে দিল্লীতে।

৬। কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশী ?

হিন্দু ধর্ম্ম। শতকরা ৬৮'২ জন।

৭। কোন্ প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা সব চেয়ে কম ?

পাঞ্জাব প্রদেশে।

৮। ভারতবর্ষে শতকরা শিক্ষিত লোক সংখ্যা কত ?

শতকরা মাত্র ১০ জন।

৯। ভারতবর্ষের কোথায় মৃত্যু সংখ্যা সব চেয়ে কম ?

আসামে মৃত্যুর সংখ্যা সব চেয়ে কম (২৩·৮)।

১০। ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর কে?

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রথম ভারতীয় সভাপতি কে?

ভি, জে, প্যাটেল।

১২। ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে স্বর্ণখনি আছে?

মহীশূর রাজ্যের মধ্যে কোলার নামক স্থানে।

১৩। ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে বিধবা সব চেয়ে বেশী?

বাঙ্গালায় (প্রতি হাজারে ২৬২ জন বিধবা)।

১৪। কোন্ প্রদেশে মেয়েদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী?

মাদ্রাজে গড়ে প্রতি ১০০০ পুরুষে ১,০২৫ মেয়ে।

১৫। কোন্ দেশীয় রাজ্যে (Native State) লোক সংখ্যা সব চেয়ে বেশী?

হায়দ্রাবাদ।

১৬। কোন্ দেশীয় রাজ্য (Native State) সব চেয়ে বড়?

জম্মু ও কাশ্মীর।

১৭। কোন্ প্রদেশে পাগলের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী?

বর্ম্মায়, প্রতি ১০০,০০০ লোকের ভিতর ৮৮ জন।

১৮। কোন্ প্রদেশে অন্ধ লোকের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী?

আজমীর—মাড়ওয়ার। প্রতি ১০০,০০০য়ে ৩৮৩ জন।

১৯। কোন্ প্রদেশে মৃত্যুর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী?

মধ্যপ্রদেশ (৩৩·৫)

২০। কোথায় বড় লোহার কারখানা আছে?

জামসেদপুর—টাটানগর।

২১। ভারতবর্ষের লোকের প্রধান জীবিকা কি?

কৃষি কার্য্য—(১০ জনের ভিতর ৯ জন)

২২। ভারতবর্ষে কোথায় সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়?

খাসিয়া পর্ব্বতের চেরাপুঞ্জিতে, উহার পরিমাণ বার্ষিক ৫০০ ইঞ্চি।

২৩। ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে গরম জায়গা কোন্‌টি?

জাকোবাবাদ (সিন্ধুদেশে)

২৪। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থান পর্ত্তুগীজদের অধিকারে আছে?

১। গোয়া ২। ডিউ ৩। দামান।

২৫। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থান ফরাসীদের অধিকারে আছে?

১। চন্দননগর ২। কারিকল ৩। মাহি ৪। ইয়ানন্। ৫। পণ্ডিচেরী।

২৬। ভারতবর্ষে কয়টি সহর ও কয়টি গ্রাম আছে?

সহর—২৩১৬টী। গ্রাম—৬৮৫৬৬৫টী।

২৭। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন দুইটি রাজ্যের নাম কর (ক) যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, কিন্তু শাসনকর্ত্তা হিন্দু এবং (খ) যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু কিন্তু শাসনকর্ত্তা মুসলমান।

১। কাশ্মীর ও ২। হায়দ্রাবাদ।

২৮। ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বড় যাদুঘর কোন্‌টি ?

কলিকাতা মিউজিয়াম্‌।

ভারতবর্ষের মধ্যে বড় বড় সহর ও তাহার লোকসংখ্যা

	সহর	লোকসংখ্যা
১।	কলিকাতা (হাওড়া সমেত)	১২,১৯৩২১
২।	বোম্বাই	১১,৫৭,৮৫১
৩।	মাদ্রাজ	৬,৪৭,২২৮
৪।	দিল্লী	৪,৪৭,৪৪২
৫।	লাহোর	৪,২৯,৭৪৭

ভারতবর্ষের রেলপথ

১।	N. W. Railway	৬৯৫৪ মাইল লম্বা
২।	E. I. R.	৪২৯১ ,, ,,
৩।	G. I. P. R.	৩৬৯৯ মাইল লম্বা
৪।	B. N. R.	৩৩২৬ ,, ,,
৫।	E. B. R.	১৮৯৩ ,, ,,

বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশন ও প্ল্যাটফর্‌ম্‌

১।	সোনপুর	২৪১৫ ফিট
২।	খড়্গাপুর	২৩৫০ ,,
৩।	ঝান্সি	২০২৫ ,,
৪।	লক্ষ্ণৌ	২২৫০ ,,

(ভারতবর্ষের সব চেয়ে পুরাতন রেলওয়ে, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ে)

গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন দেশের গভর্ণর কোথায় থাকেন

১।	ভারতবর্ষের গভর্ণর	সিমলা
২।	বাঙ্গালার "	দার্জ্জিলিং
৩।	পাঞ্জাবের "	সিমলা
৪।	আসামের "	শিলং
৫।	বিহার-উড়িষ্যার "	রাঁচি
৬।	মাদ্রাজের "	ওটাকামণ্ড
৭।	বোম্বায়ের "	মহাবালেশ্বর

ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত কতগুলি দেশীয় (Native State) রাজ্য আছে?

(৭০০) সাত শত।

৬টি বড় বড় দেশীয় রাজ্যের নাম।

১। জম্মু ও কাশ্মীর। ২। হায়দ্রাবাদ। ৩। মহীশূর। ৪। বরোদা। ৫। ভূপাল। ৬। ত্রিবাঙ্কুর।

ভারতবর্ষের কয়েকটি বড় বড় নদী।

১। সিন্ধু (১,৯৭৫ মাইল)

২। ব্রহ্মপুত্র (১,৭৫০ মাইল)

৩। গঙ্গা (১,৩৮০ মাইল)

৪। গঙ্গা উৎপত্তিস্থান হইতে কোন্ কোন্ নগরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত?

কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, এলাহাবাদ, কলিকাতা ইত্যাদি।

২। ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্বে কি কি নগর আছে?

ডিব্রুগড়, গৌহাটী, শিলং প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ সালে স্থাপিত হইয়াছে।

১। কলিকাতা (১৮৫৭)
২। বোম্বাই (১৮৫৭)
৩। মাদ্রাজ (১৮৫৭)
৪। এলাহাবাদ (১৮৮৭)
৫। পাঞ্জাব (১৮৮২)
৬। লক্ষ্ণৌ (১৯২০)
৭। বেনারস হিন্দু (১৯১২)
৮। অন্ধ্র (১৯২৬)
৯ রেঙ্গুন (১৯২০)
১০। নাগপুর (১৯২৩)
১১। পাটনা (১৯১৭)
১২। আলিগড় মুস্‌লিম্ (১৯২০)
১৩। দিল্লী (১৯২২)
১৪। আগ্রা (১৯২৭)
১৫। মহীশূর (১৯১৬)
১৬। ওসমানিয়া (১৯১৮) (হায়দ্রাবাদ)
১৭। ঢাকা (১৯২০)
১৮। আন্নামালাই (১৯২৯)

গড়ে একজন ভারতবাসীর উচ্চতা ও সেই অনুপাতে তাহার ওজন—

৫ ফিট	১০০ পাউণ্ড
৫ ফিট ১ ইঞ্চি	১০৩ "
৫ ফিট ২ ইঞ্চি	১০৬ "
৫ ফিট ৩ ইঞ্চি	১০৯ "
৫ ফিট ৪ ইঞ্চি	১১২ "
৫ ফিট ৫ ইঞ্চি	১১৫ "
৫ ফিট ৬ ইঞ্চি	১১৮ "
৫ ফিট ৭ ইঞ্চি	১২১ "
৫ ফিট ৮ ইঞ্চি	১২৪ "
৫ ফিট ৯ ইঞ্চি	১২৭ "
৬ ফিট	১৩০ "

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র ও সম্পাদক ঃ—

১। আনন্দবাজার (বাঙ্গালা) কলিকাতা হইতে বাহির হয় সম্পাদক সত্যেন্দ্র মজুমদার
২। অমৃতবাজার (ইংরাজী) " " তুষারকান্তি ঘোষ
৩। ষ্টেটসম্যান " " " আর্থার মুর
৪। এ্যাডভান্স " " " (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্থাপিত) ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৫। ফ্রি প্রেস জার্নাল (দৈনিক) বম্বে হইতে বাহির হয় সম্পাদক সদানন্দ
৬। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া " " " ফান্সিস লো
৭। হিন্দু " মাদ্রাজ হইতে বাহির হয় " শ্রীনিবাস

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সাপ্তাহিক ও মাসিক ঃ—

১। ইণ্ডিয়ান রিভিউ (ইং মাসিক) মাদ্রাজ হইতে বাহির হয়
২। মডার্ণ রিভিউ " কলিকাতা হইতে বাহির হয়
৩। ওরিয়েণ্ট সাপ্তাহিক "
৪। ইলাষ্ট্রেটেড উইক্‌লি (ইং সাপ্তাহিক) বম্বে হইতে বাহির হয়
৫। প্রবাসী (মাসিক) কলিকাতা হইতে বাহির হয়
৬। ভারতবর্ষ " "
৭। বসুমতী " ও দৈনিক "

ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কতগুলি সংবাদপত্র আছে ?

১। বোম্বাই	৪১৫	৫। বিহার ও উড়িষ্যা	৫০
২। মাদ্রাজ	৩৩০	৬। দিল্লী	৩৫
৩। পাঞ্জাব	২৮৪	৭। আসাম	২৪
৪। বাংলা	২১০		

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক সংখ্যা

ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যা ৩৫,২৯,৮৬,৮৭৬

১।	হিন্দু	২৩,৯১,৯৫,১৪০
২।	মুসলমান	৭,৯৬,৭৮,০০০
৩।	বৌদ্ধ	১,২৭,৮৬,৮০৯
৪।	খৃষ্টান	৬২,৯৬,৭৬৩
৫।	শিখ	৪৩,৩৫,৭৭১

ভারতবর্ষের খনিজ দ্রব্য

১।	কয়লা	৬।	লৌহ
২।	লবণ	৭।	চূণ
৩।	অভ্র	৮।	শ্লেট
৪।	কেরোসিন ও পেট্রোল	৯।	ম্যাঙ্গানীজ
৫।	স্বর্ণ	১০।	রৌপ্য

১। পৃথিবীর খবর

পৃথিবী আকারে একটি বলের ন্যায় গোল। দুই দিকে একটু চাপা। ইহা সেকেণ্ডে ১৯ মাইল আবর্ত্তন করে এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিক ঘুরিতে এক বৎসর লাগে। পৃথিবীর আয়তন প্রায় ১৯৬৫৫০,০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী। ইহার প্রায় তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল।

এই পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা দুই লক্ষ কোটীরও অধিক এবং প্রতি বৎসরে প্রায় তিন কোটি করিয়া বাড়িতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, পৃথিবীতে মোট ৬,০০০,০০০,০০০ লোকের জায়গা হইতে পারে

পৃথিবীর ওজন কত ?

অনেক হিসাবের পর দেখা গিয়াছে পৃথিবীর ওজন পাঁচ হাজার আটশত বাহান্ন শত পরার্দ্ধ টন। শত পরার্দ্ধ হইতেছে একের গায়ে আঠারোটী শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয় অর্থাৎ—

৫৮৫২,০০০.০০০,০০০,০০০,০০০,০০০

৩। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের আয়তন ও লোকসংখ্যা—

মহাদেশ	আয়তন		লোকসংখ্যা
১। এশিয়া	১৭,৫০০,০০০	বর্গমাইল	১,০১৩,০০০,০০০
২ক। উত্তর আমেরিকা	৮০০,০০০	”	১৪৬,০০০,০০০
২খ। দক্ষিণ আমেরিকা	৬,৮০০,৩০০	”	৬৪,০০০,০০০
৩। ইউরোপ	৩,৪৫০,০০০	”	৪৭৫,০০০,০০০
৪। আফ্রিকা	১১,৫০০,০০০	”	১৪৩,০০০,০০০
৫। অষ্ট্রেলিয়া	৩,৪৫০,২২১	”	৪০০০,০০০

পৃথিবীর পাঁচটী সাগর ও মহাসাগর—

১। প্রশান্ত মহাসাগর	৩২০৮৯	কিট	গভীর
২। আটল্যান্টিক	২৭৯৬২	”	”
৩। ভারত মহাসাগর	২২৯৬৮	”	”
৪। ভূমধ্য সাগর	১২,২৭৬	”	”
৫। লোহিত সাগর	৭২৫৪	”	”

পৃথিবীর বড় বড় হ্রদ ও তাহার দৈর্ঘ্য—

১। ক্যাম্পিয়াণ (এশিয়া)	৬৮০	মাইল	দীর্ঘ
২। টাঙ্গানিকা (আফ্রিকা)	৪২০	”	”
৩। বৈকাল (সাইবিরিয়া)	৩৩০	”	”
৪। বলকাশ ”	৩২৩	”	”
৫। আরল (ক্যাম্পিয়া)	২৬৪	”	”

পৃথিবীর বড় বড় নদ নদী ও তাহার দৈর্ঘ্য—

১।	মিসিসিপি	৪৫০২ মাইল দীর্ঘ
২।	আমাজন	৪০০০ " "
৩।	নাইল	৩৬০০ " "
৪।	ওবি	২৭০০ " "
৫।	হোয়াংহো	২৬০০ মাইল দীর্ঘ
৬।	ভল্গা	২৪০০ " "
৭।	সিন্ধু	১৭০০ " "
৮।	ব্রহ্মপুত্র	১৬৮০ " "
৯।	জাম্বেসী	১৬০০ " "
১০।	গঙ্গা	১৫৮০ " "

পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় সহর ও তাহার লোকসংখ্যা

	সহর	লোকসংখ্যা		সহর	লোকসংখ্যা
১।	লণ্ডন	৮২০২৮১৮	৬।	প্যারিস	৩০০০০০০
১।	নিউ ইয়র্ক	৭০৭৫৫০০	৭।	ভিয়েনা	১৮৭৪৬৮০
৩।	টোকিও	৫৩১২০০০	৮।	কলিকাতা	১৪৮৫৫৮২
৪।	বার্লিন	৪২৪০০০০	৯।	বোম্বাই	১১৬১৩০০
৫।	চিকাগো	৩৩৮০০০০	১০।	গ্লাসগো	১০৮৮০০০
			১১।	মাদ্রাজ	৬৪৭২৩০

পৃথিবীর কোন্ মহাদেশে কত মাইল রেল লাইন আছে ?

১।	ইউরোপে	২৩৮০০ মাইল
২।	দক্ষিণ আমেরিকায়	৩৫০০০ "
৩।	উত্তর আমেরিকায়	৩১৬০০০ "

৪।	এশিয়ায়	৮১০০০	”
৫।	আফ্রিকায়	৫৭০০০	”

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ কতগুলি মোটর গাড়ী আছে ?

৩৫,১২৭,৩৯১ (সবচেয়ে বেশী আমেরিকায় ২৬৫০১,৫০০, ফ্রান্সে ১২৯৬২০০)

পৃথিবীর কয়েকজন ধনী লোক

১। হায়দ্রাবাদের নিজাম (ভারতবর্ষ)
২। এডসেল ফোর্ড (আমেরিকা)
৩। হেনরি ফোর্ড (আমেরিকা)
৪। বরোদার গায়কোবাড় (হিন্দু)
৫। আগা খাঁ (মুসলমান)
৬। রকফেলার (আমেরিকা)

শিক্ষার হার কোন্ দেশে কিরূপ।

১।	লণ্ডন	শতকরা	৯৯½ জন
২।	অষ্ট্রীয়া	”	৯৬ ”
৩।	জাপান	”	৯৯ ”
৪।	ফ্রান্স	”	৯১ ”
৫।	জার্ম্মাণী	”	৯৯ ”
৬।	ইতালী	”	৩৩ ”
৭।	ভারতবর্ষ	”	৮½ ”

প্রতি হাজারে বিভিন্ন দেশে কিরূপ লোক মরে।

১।	ইংল্যাণ্ড	১২	জন প্রতি হাজারে
২।	ফ্রান্স	১৬·৫	” ” ”

৩। জার্ম্মাণী	১২	জন প্রতি হাজারে
৪। ইতালী	১৬	” ” ”
৫। জাপান	২০	” ” ”
৬। ভারতবর্ষ	২৫	” ” ”

পৃথিবীর দশটি বড় বড় সহর

১। লণ্ডন	৬। মস্কো
২। নিউ ইয়র্ক	৭। সাংহাই
৩। টোকিও	৮। প্যারী
৪। সিকাগো	৯। লেলিনগ্রাড
৫। বার্লিন	১০। ওসাকা

পৃথিবীর এমন তিনটি সাম্রাজ্যের নাম কর যেখান হইতে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না।

১। বৃটিশ সাম্রাজ্য ২। ফরাসী সাম্রাজ্য ৩। ডাচ্ সাম্রাজ্য।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, লম্বা, বেশী।

উপদ্বীপ	ভারতবর্ষ
পাহাড়	এভারেষ্ট (২৯,১৪১ ফিট)
মরুভূমি	সাহারা (আফ্রিকা) (৩৫,০০,০০,০ বর্গ মাইল)
গভীর সমুদ্র	প্রশান্ত মহাসাগর।
নদী (লম্বা)	মিসিসিপি
নদী (চওড়া)	আমাজন
মহাদেশ	এশিয়া
টানেল	সিমপ্লন (১২ মাইল)
আগ্নেয়গিরি	হাওয়াই দ্বীপের মোনালোয়া

দ্বীপ	গ্রীনল্যাণ্ড
ঠাণ্ডা জায়গা	ভারখয়ান্সক্ (Verkhoyansk)
জলপ্রপাত	ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত
সহর	লণ্ডন
পার্ক	Yellowstone National Park (আমেরিকা ৩৩৫০ বর্গ মাইল)
প্রাসাদ	ভ্যাটিক্যান (রোম)
উঁচু বাড়ী	এম্পায়ার ষ্টেটবিল্ডিং (আমেরিকা, ১২৫০ ফিট)
লম্বা গির্জ্জা	উলন ক্যাথিড্রাল (৫৩২ ফিট)
বড় গির্জ্জা	সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জা (রোম)
যাদুঘর	ব্রিটিশ মিউজিয়াম
প্রাচীর (লম্বা)	চীনের প্রাচীর (১৫০০ মাইল)
ঘণ্টা	মস্কোর ঘণ্টা (৪৩২০০০ পাউণ্ড)
টেলিস্কোপ	উইলসন Observatory (আমেরিকা, ২০০ ইঞ্চি লম্বা কাচ)
লাইব্রেরী	লেনিন লাইব্রেরী (রুশিয়া)
মূর্ত্তি	Statue of Liberty আমেরিকা (১৫১ ফিট)
হীরক	কুলিনান
মুক্তা	Berestord—Hope (ওজন ১৮০০ গ্রাম্)
জাহাজ	কুইন মেরী

পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা রেলওয়ে প্লাটফরম।

১।	শোণপুর	(বি, এন, ডব্লিউ আর)	২,৪১৫ ফিট
২।	খড়্গাপুর	(বি, এন, আর)	২,৩৫০ ,,
৩।	বুলাওয়েড	(রোডেশিয়া)	২,৩০২ ,,

৪ ।	লক্ষ্নৌ ষ্টেশন	(ই, আই, আর)	২,২৫০	,,
৫ ।	মানচেষ্টার ভিক্টোরিয়া এক্সচেঞ্জ (এল, এম, এস, আর)		২,১৬৪	,,
৬ ।	বেজওয়াদা	(এম, এস, এম)	২,১০০	,,
৭ ।	ঝান্সী	(জি, আই, পি,)	২,০২৫	,,
৮ ।	কোট্রী	(এন, ডবল্যু, আর)	১,৮৯৬	,,
৯ ।	মান্দালয়	(বর্ম্মা)	১,৭৮৮	,,
১০ ।	বোর্ণ মাউথ	(ইংল্যাণ্ড)	১,৭৪৮	,,

পাহাড়

১ ।	ভারতের	সবচেয়ে উচ্চ পাহাড়	হিমালয়	২৯,১৪২	ফিট
২ ।	ইউরোপের	,, ,, ,,	মাউন্ট ব্লাঙ্ক	১৫,৭৪০	,,
৩ ।	অষ্ট্রেলিয়ার	,, ,, ,,	মউনা কেয়া	১৩,৯৫৩	,,
৪ ।	আফ্রিকার	,, ,, ,,	কিলিমানজারো	১৯,৩২৪	,,
৫ ।	উত্তর আমেরিকার—	,, ,,	ম্যাকানলে		
৬ ।	দক্ষিণ আমেরিকার	,, ,, ,,	ইলাম্পু	২৫,২৪৮	,,

রোম্যান সংখ্যা

১	I	৮	VIII	১৫	XV
২	II	৯	IX	১৬	XVI
৩	III	১০	X	১৭	XVII
৪	IV	১১	XI	১৮	XVIII
৫	V	১২	XII	১৯	XIX
৬	VI	১৩	XIII	২০	XX
৭	VII	১৪	XIV	৩০	XXX

৪০	XL	৯০	XC	৫০০	D
৫০	L	১০০	C	৬০০	DC
৬০	LX	২০০	CC	৭০০	DCC
৭০	LXX	৩০০	CCC	৮০০	DCCC
৮০	LXXX	৪০০	CD	৯০০	CM
		১০০০	M.		

পৃথিবীতে যে পেট্রোল খরচ হয় তাহা কোন্ দেশ হইতে কত আসে।

১।	আমেরিকা	৩২৬৭০,০০০০০	মণ
২।	রুশিয়া	৬৪৮০,০০০০০	”
৩।	পারস্য	১৯০০৮৪৫৬৩	”
৪।	রুমানিয়া	২২৬৮০০০০০	”
৫।	ইষ্ট ইণ্ডিস্	১৪৭৪৩১০৯৭	”
৬।	মেক্সিকো	১২২৯৭৫৫০	”
৭।	ভারতবর্ষ	৫৬৩০০০০০	”

পৃথিবীতে যে তামার প্রয়োজন হয় তাহা কোন্ দেশ হইতে কত আসে?

১।	চিলি	৬৬১৫০০০	মণ
২।	আমেরিকা	৬৪৮০০০০	”
৩।	ক্যানাডা	৪০৫০০০০	”
৪।	জাপান	১৯৪৪০০০	”
৫।	স্পেন	৯৯৯০০০	”
৬।	ভারতবর্ষ	৯০০০০	”

স্থানবিশেষে কিরূপ সময়ের প্রভেদ হয় ?

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় দ্বিপ্রহর ১২টা

১। বার্লিন—৭.৩০ মিনিট সকাল
২। বুডাপেষ্ট—৭.৩৯ মিনিট সকাল
৩। কলিকাতা—১২.২৪ মিনিট দ্বিপ্রহর
৪। চিকাগো—১২.৩০ মিনিট রাত্রি
৫। লণ্ডন—৬.৩০ মিনিট সকাল
৬। নিউ ইয়র্ক—১.৩০ মিনিট রাত্রি
৭। অটোয়া—১.৩০ মিনিট রাত্রি
৮। রেঙ্গুন—১টা বেলা
৯। রোম—৭.৩০ মিনিট সকাল
১০। টোকিও—৩.৩০ মিনিট বৈকাল
১১। ভিয়েনা—৭.৩০ মিনিট সকাল।

জাতীয় চিহ্ন

১।	Rose	বলিতে	Englandকে	বুঝায়
২।	Cornflower	„	Germany	„
৩।	Lotus	„	India	„
৪।	White Lily	„	Italy	„
৫।	Fleur-de-lis	„	France	„

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা

	দেশ	মুদ্রা	মূল্য
১।	চীন	টেইল	২ শি ৯½ পেন্স
২।	ডেনমার্ক	ক্রোণ	১ শি ১¼ পেন্স

৩।	ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক	৯½ পেন্স
৪।	জার্ম্মাণী	মার্ক	১১¾ পেন্স
৫।	হল্যাণ্ড	ফ্লোরিন	১ শি ৮½ পেন্স
৬।	জাপান	ইয়েন	২ শি ½ পেন্স
৭।	সুইজারল্যাণ্ড	ফ্রাঙ্ক	৯½ পেন্স
৮।	যুক্তরাজ্য	ডলার	৪ শি ১¼ পেন্স

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য

প্রাচীন যুগের আশ্চর্য্য—

১। ইজিপ্টের পিরামিড
২। হ্যালিকারনেসাসে সমাধি স্তম্ভ (Halicarnassus)
৩। ব্যাবিলনের ঝুলান বাগান
৪। ওলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্ত্তি
৫। ডায়নার মন্দির
৬। রোডসের কোলোসাস
৭। আলেকজেন্দ্রিয়ার লাইট হাউস্।

মধ্যযুগের আশ্চর্য্য—

১। রোমের কলোসিয়াম,
২। আলেকজেন্দ্রিয়ার কাটাকম্ব্স (Catacombs)
৩। চীনের প্রাচীর
৪। ইংল্যাণ্ডের Stonehenge,
৫। পিসার হেলানো Tower
৬। ন্যানকিনের চিনামাটির Tower
৭। কনষ্টান্টিনোপলের সেণ্ট্ সোফিয়ার মস্জিদ্

বর্ত্তমান যুগের আশ্চর্য্য—

১। বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন
২। মোটর ও রেল এঞ্জিন
৩। এরোপ্লেন
৪। রেডিয়াম
৫। Anesthetics ও Antitoxins আবিষ্কার।
৬। Specturm Analysis
৭। এক্স-রে ও Ultraviolet-রে আবিষ্কার।

প্রথম আবিষ্কারক—কে, কোথায়, এবং কবে ?

১।	গ্রেহাম বেল	(আমেরিকা)	টেলিফোন (১৮৭৬)
২।	এডিসন	ঐ	ফনোগ্রাফ (১৮৭৭)
৩।	এডিসন	ঐ	Incandescent ল্যাম্প (১৮৭৪)
৪।	মরস	ঐ	বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ (১৮৩৫)
৫।	কোল্ট	ঐ	রিভলবার (১৮৩৫)
৬।	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	ঐ	এরোপ্লেন (১৯০৩)
৭।	ইষ্টম্যান	ঐ	ফটোফিল্ম (১৮৮৩)
৮।	মার্জ্জেন থালার	ঐ	লিনো টাইপ (১৮৮৫)
৯।	ওয়াট	(ইংল্যাণ্ড)	বাষ্পীয় এঞ্জিন (১৭৯৩)
১০।	ষ্টিফেনসন্	ঐ	রেলের এঞ্জিন (১৮১৪)
১১।	বেয়ার্ড	ঐ	টেলিভিশন (১৯২৬)
১২।	নোবেল	(সুইডেন)	ডিনামাইট (১৮৬৭)
১৩।	মার্কনী	(ইতালী)	বেতার (১৮৯৬)
১৪।	মাডাম্ কুরী	(ফ্রান্স)	রেডিয়ম (১৯০৩)

১৫।	থিমনিয়ার	(ফ্রান্স)	সেলাইয়ের কল (১৮৩০)
১৬।	ফার্ণহিট	ঐ	থার্ম্মমিটার (১৭২১)
১৭।	ড্যাগার ও ন্যপ	ঐ	ফটোগ্রাফী (১৮৩৯)
১৮।	গুটেনবার্গ	(জার্ম্মাণী)	ধাতু নির্ম্মিত ছাপার অক্ষর (১৪৫০)
১৯।	কশ	ঐ	কলেরা বীজাণু (১৮৮৪)
২০।	কুনিগ	ঐ	বাষ্পচালিত ছাপা কল (১৮১০)
২১।	ল্যাডার্ণ	ঐ	ম্যালেরিয়া বীজাণু (১৮৪০)
২২।	এবার্গ	ঐ	টাইফয়েডের বীজাণু
২৩।	জেনার	ঐ	টীকা দেওয়ার বীজাণু (১৮৯৬)

পৃথিবীর কয়েকটি স্মরণীয় দিন

১। কংগ্রেস স্থাপন—১৮৮৫

২। মহাত্মা গান্ধীর জন্ম—২রা অক্টোবর ১৮৬৯

৩। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম—৭ই মে ১৮৬১

৪। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু—২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৫

৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু ১৬ই জুন ১৯২৫

৬। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত—১৫ই মে ১৮৭৮

৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত—১৮৩৭

৮। সিপাহী বিদ্রোহ—১৮৫৭

৯। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু—১৯২৪

১০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু—১৮৯৯

১১। বসন্তের টীকা দেওয়ার প্রথম প্রচলন—১৭ই মে ১৭৯৬

১২। সমুদ্রপথে প্রথম ভারতবর্ষে আগমন ভাস্কো-ডা- গামা—১৪৯৮

১৩। লাডার্ণ কর্ত্তৃক প্রথম ম্যালেরিয়ার বীজাণু আবিষ্কার—১৮৮০

১৪। সুয়েজ খাল খোলা—১৮৬৯

১৫। সেক্সপিয়রের জন্ম—২৬শে এপ্রিল ১৫৬৪

১৬। নেপোলিয়ানের মৃত্যু—৯ই মে ১৮২১

১৭। রুশিয়ার বিপ্লব আন্দোলন—১২ই মার্চ্চ ১৯১৭

১৮। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা—৪ঠা জুলাই ১৭৭৬

১৯। ইউরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ—৪ঠা আগষ্ট ১৯১৪

২০। প্রথম এরোপ্লেন ওড়া—১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৩

২১। আমণ্ডথুনের প্রথম দক্ষিণ মেরু পৌছান—১৬ ডিসেম্বর ১৯১১

২২। পিয়ারীর প্রথম উত্তর মেরু পৌছান—৬ই এপ্রিল ১৯০৯

২৩। সার সৈয়দ আমেদ কত্তৃক আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—১৮৭৫

২৪। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক—১৯১১

২৫। প্যারিসে লিগ্-অফ-নেসান্—১৯২০

২৬। গোল টেবিল বৈঠক ও জাপানে ভূমিকম্প—১৯৩১

২৭। পঞ্চম জর্জ্জের সিলভার জুবিলী ও কোয়েটার ভূমিকম্প—১৯৩৫

২৮। পলাশীর যুদ্ধ ও লর্ড ক্লাইভের জয় লাভ—১৭৫৭

২৯। প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশ—১৭৮০

৩০। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক—১৮৩৮

৩১। ভারতবর্ষে প্রথম রেলওয়ে স্থাপন—১৮৫১

৩২। রাজা অষ্টম এডয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ ও রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী—১৯৩৬

পৃথিবীর বিবিধ সংবাদ

১। গ্রেট ব্রিটেনের কতটা অংশে জল আছে?

গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারলাণ্ড সর্ব্বশুদ্ধ ১২১৬০০০ বর্গ মাইল। তার ভিতর ২২৫০ বর্গমাইল জলে পরিপূর্ণ। আয়ারল্যাণ্ডে ১০০০ বর্গমাইল, স্কটল্যাণ্ডে ৬৩৮ বর্গমাইল এবং ইংল্যাণ্ডে ৬১২ বর্গমাইল জল।

২। হলিউড কোথায় এবং কিসের জন্য বিখ্যাত?

আমেরিকায়, ইহা বায়স্কোপের জন্য বিখ্যাত।

৩। সব চেয়ে বেশী তূলা কোথায় উৎপন্ন হয়?

নিউ অরলিয়ানস্ (নর্থ আমেরিকা)

৪। কোন্ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রৌপ্য উৎপন্ন হয়?

মেক্সিকো। (নর্থ আমেরিকা)

৫। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সৈন্য কাহার আছে?

ফ্রান্সের।

৬। সব চেয়ে বৃহৎ অট্টালিকা কোন্‌টি?

আমেরিকার এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ১২৫০ ফিট।

৭। কয়েকটি বড় সেতুর নাম।

(ক)	টেব্রিজ (স্কটল্যাণ্ড)	১০২০০ ফিট
(খ)	ফোর্থ ব্রিজ ঐ	৮২০০ ,,
(গ)	হার্ডিঞ্জ (ভারতবর্ষ)	৫৪০০ ,,

৮। কোন্ দেশে বেশী পশম উৎপন্ন হয়?

অষ্ট্রেলিয়া।

৯। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মহাদেশ কোন্‌টি ?

অষ্ট্রেলিয়া।

১০। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে গভীর হ্রদের নাম কর।

মধ্য এশিয়ায় বৈকাল হ্রদ।

১১। কোন্ প্রণালী এশিয়া এবং আমেরিকাকে বিভক্ত করিয়াছে ?

বেরিং প্রণালী। (নর্থ আমেরিকা)

১২। কোন্ প্রণালী ভারতবর্ষ এবং সিংহলকে বিভক্ত করিয়াছে ?

পক্ প্রণালী।

১৩। কোন প্রণালী স্পেন এবং আফ্রিকাকে বিভক্ত করিয়াছে ?

জিব্রল্টার প্রণালী।

১৪। "টাইট্যানিক্" জাহাজ জলে ডুবিয়া গিয়াছিল কবে ?

১৯১২ সালে।

১৫। কোন্ কোন্ দিনে পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় দিন রাত্রি সমান হয় ?

২১শে মার্চ্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর।

১৬। আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্যের নাম কর।

আবিসিনিয়া ও লাইবিরিয়া। কিন্তু সম্প্রতি ইতালী আবিসিনিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে স্বাধীন রাজ্য বলিতে একমাত্র লাইবিরিয়া।

১৭। কোন্ রাজ্যের রাজা খুব অল্পবয়স্ক ?

শ্যামদেশের রাজা আনন্দমহিসল, তাহার বয়স মাত্র ১২ বৎসর।

১৮। সব চেয়ে বড় রেলওয়ে ষ্টেশন কোথায় ?

আমেরিকায় নিউইয়র্ক গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টারমিনাল। এই ষ্টেশনে ৪৭টী প্ল্যাটফরম্ আছে।

১৯। সব চেয়ে বড় সিনেমা হাউস কোথায় ?

নিউইয়র্ক এর "রক্সি"। এই সিনেমায় ৬০০০ লোক বসিতে পারে।

২০। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ?

পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৩৫ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

২১। প্রথম Fire Brigade" কবে চলিয়াছিল ?

১৮২৪ খৃঃ অব্দে পুলিস কমিশনার এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রথম এডিনবরাতে সাধারণের সম্মুখে Fire Brigade বাহির করিয়াছিলেন। লণ্ডনে উহা চলিয়াছিল ১৮৩২ সালে। James Braidwood Fire Engineএর প্রথম ম্যানেজার ছিলেন।

২২। ইংল্যাণ্ডে বর্ত্তমানে জীবিত বড় লেখক কে ?

জর্জ্জ বার্ণাড্ শ।

২৩। পৃথিবী হইতে সূর্য্য কত মাইল দূরে আছে ?

৯৩০০০০০০ মাইল।

২৪। "Black Death" কি জিনিষ ?

ইহা একপ্রকার সাংঘাতিক প্লেগ। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে ঐ রোগে ইংল্যাণ্ডে প্রায় ½ অংশ লোক মরিয়াছিল।

২৫। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি কি ?

(ক) Black Mountain—গ্রেট ব্রিটেনের সারি সারি পর্ব্বত।

(খ) Blue Mountain—জামাইকার সারি সারি পাহাড়।

(গ) Red River—উত্তর আমেরিকায় একটি নদী।

(ঘ) Red Water—গরু বাছুরের একটা রোগের নাম।

(ঙ) White Nile— সুদানের একটি প্রদেশ।

২৬। সারদা বিল নাম হইল কেন?

রায়সাহেব হরবিলাস সারদার নামানুসারে হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ছিলেন। এই বিলে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের বিবাহ বন্ধ করা হইয়াছে।

২৭। কলম্বাসের আবিষ্কৃত দেশের নাম আমেরিকা হইল কেন?

১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবিষ্কারের সাত বৎসর পরে (Amerigo vespucce). আমেরিগো ভেসপুচ্চি নামীয় একজন ইতালীয়ান নাবিক আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলে আসেন এবং তিনি ইউরোপে ফিরিয়া গিয়া, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের একখানি বই লেখেন। লোকে সেই সময় এই নূতন দেশকে আমেরিগো'স্ ল্যাণ্ড বলিত এবং কিছু দিন পরে এই আমেরিগো'স্ ল্যাণ্ড রূপান্তরিত হইয়া (America) আমেরিকা হইয়াছে।

২৮। কোন্ সাগরে আজ পর্য্যন্ত জাহাজ চলিতে পারে নাই এবং মানুষ পড়িয়া গেলে সাঁতার না জানিলেও সহজে তলাইয়া যায় না।

(Sargossa Sea) সারগোজা সাগর। এই সাগরের জলে একরকম সামুদ্রিক আগাছা জন্মায়। বৈজ্ঞানিকগণ এই আগাছার একটা মস্ত বড় ল্যাটিন্ নাম দিয়াছেন (Sara gassum bacciferrum)। এই আগাছার নামানুসারে সাগরের নাম হইয়াছে Sargossa Sea.

আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি কি ?

আবর্ত্তন বা আহ্নিক গতির জন্য দিবা রাত্রির বিভাগ হয়। পৃথিবীর নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে একবার পরিবর্ত্তিত হইতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে একবার আবর্ত্তনের ফলে পর্য্যায়-ক্রমে দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবীর এই গতির ফলেই ভূপৃষ্ঠস্থ সমুদয় অংশ একে একে সূর্য্যের সম্মুখীন হয় এবং সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইয়া পরে অন্ধকারের মধ্যে চলিয়া যায়, এইভাবে ভূপৃষ্ঠের যে অর্দ্ধাংশ সূর্য্যের দিকে থাকে তথায় দিবা এবং অপরার্দ্ধে রাত্রি হয়। বিবর্ত্তন বা বার্ষিক গতির জন্য শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু ভেদ হইয়া থাকে।

পৃথিবী নিজ কক্ষ পথে (orbit) সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রায় ৩৬৫¼ দিনে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ হয়। ঐ গতিকেই পৃথিবীর বার্ষিক বা বিবর্ত্তন গতি বলে।

সাধারণ নাম

১। মিশর—"Gift of the Nile"
২। আফ্রিকা—"Dark Continent"
৩। তাঞ্জোর—"Garden of South India"
৪। সুইজারল্যাণ্ড—"Play ground of Europe"
৫। বেলজিয়ম—"Battle ground of Europe"
৬। রোম—"The city of seven walls"
৭। জাপান—"Land of Rising sun"
৮। (অতীতের) তুর্কী—"The sick man of Europe"
৯। পাঞ্জাব—"The land of five rivers"
১০। বেনারস—"The city of ghosts and temples"
১১। লক্ষ্ণৌ—"The city of gardens"
১২। কলিকাতা—"The City of Palaces"

সূর্য্য দ্বারা দিঙ্‌-নির্ণয়

১। নাবিকরা কম্পাসের কাঁটা দিয়া কি করিয়া দিক্‌ নির্ণয় করে? এবং কম্পাসের কাঁটা উত্তরদিকে থাকে কেন?

নাবিকদের কম্পাসের কাঁটা চুম্বকে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা সর্ব্বদাই উত্তরদিকে মুখ করিয়া থাকে। সাধারণ চুম্বকের যে প্রান্ত উত্তরদিকে তাহাকে নর্থপোল (North pole) বলে এবং যে প্রান্ত দক্ষিণদিকে থাকে তাহাকে সাউথ পোল (South pole) বলে। এই চুম্বকের দুইটী ধর্ম্ম আছে। (১) চুম্বকের একই প্রকারের পোল পরস্পরকে আকর্ষণ (repel) করে। (২) বিভিন্ন প্রকারের পোল পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আমাদের পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বকের ন্যায় কাজ করিয়া থাকে। ইহার উত্তরমেরু চুম্বকের সাউথ পোলের ন্যায় এবং দক্ষিণমেরু চুম্বকের নর্থপোলের ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কোন চুম্বক ঝুলাইয়া রাখিলে উহা (North pole) উত্তরদিকে ও (South pole) দক্ষিণদিকে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা উত্তর দক্ষিণে মুখ করিয়া থাকে। নাবিকদের কম্পাস ঠিক এই অনুসারে তৈয়ারী। একটী সূক্ষ্মাগ্র দ্রব্যের উপর একখানা ছোট চুম্বকের মধ্যভাগ এরূপ-ভাবে বসান হয় যেন উহা সহজেই নড়িতে পারে। ইহাই কম্পাস। ইহা সর্ব্বদা উত্তর ও দক্ষিণে সুমেরু ও কুমেরু অভিমুখে নির্দ্দিষ্ট থাকে বলিয়া নাবিকগণ কম্পাস দেখিয়া সহজেই দিক নির্ণয় করিতে পারে।

২। এক মজুর মাঠে কাজ করিতেছে; তাহার নিকট ঘড়ি নাই। সূর্য্য কিরণ দেখিয়া সে কি করিয়া বুঝিবে যে বারটা বাজিয়াছে।

১২টার সময় মজুরদের খাবার জন্য কাজ বন্ধ করিতে হয়, সেই জন্য তাহারা নিজের ছায়া দেখিয়া সময় নির্ণয় করিয়া থাকে। যখন সূর্য্য তাহাদের ঠিক্ পিঠে বা পিছনে থাকে এবং তাহাদের মুখ যদি উত্তরদিকে থাকে, তখন ছায়া যদি ঠিক তাহাদের সামনে পড়ে তাহা হইলে দুপুর হইয়াছে। আর যদি সেই ছায়া ডান দিকে পড়ে তাহা হইলে দুপুর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং যদি বামদিকে পড়ে তাহা হইলে ঠিক দুপুর হয় নাই।

৩। সূর্য্য কোন্ দিকে কখনও দেখা যায় না?

উত্তর দিকে।

৪। কোন লোক প্রাতঃকালে বেড়াইতে বেড়াইতে যদি দেখে যে তাহার ছায়া ডান দিকে পড়িয়াছে তাহা হইলে সে কি করিয়া দিক ঠিক করিবে?

যদি ছায়া তাহার ডান দিকে পড়ে তাহা হইলে সূর্য্য নিশ্চয়ই বাম দিকে থাকিবে অর্থাৎ বাম দিক হইবে তাহার পূর্ব্বদিকে। অতএব সে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে।

ইতিহাস (History)

১। ভারতবর্ষের ভাইস্‌রয়গণের পর পর নাম—

১।	লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮—৬২
২।	" এলগিন	১৮৬২—৬৪
৩।	জন লরেন্স	১৮৬৪—৬৯
৪।	লর্ড মেয়ো	১৮৬৯—৭২

৫।	লর্ড নর্থব্রুক	১৮৭২—৭৬
৬।	„ লিটন	১৮৭৬—৮০
৭।	„ রিপন	১৮৮০—৮৪
৮।	„ ডফরিন্	১৮৮৪—৮৮
৯।	„ ল্যান্সডাউন	১৮৮৮—৯৪
১০।	„ এলগিন্	১৮৯৪—৯৯
১১।	„ কার্জ্জন	১৮৯৯—১৯০৫
১২।	„ মিণ্টো	১৯০৫—১০
১৩।	„ হার্ডিঞ্জ	১৯১০—১৬
১৪।	„ চেম্স্ ফোর্ড	১৯১৬—২১
১৫।	„ রিডিং	১০২১—২৬
১৬।	„ আরউইন্	১৯২৬—৩১
১৭।	„ উইলিংডন	১৯৩১—৩৬
১৮।	„ লিনলিথগো	১৯৩৬—

২। কতকগুলি ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধ—

(ক) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ—১৫২৬ সাল ; এই যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত এবং হত্যা করিয়াছিলেন।

(খ) পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ—১৫৫৬ সালে আকবর হিমুকে পরাজিত এবং হত্যা করিয়াছিলেন।

(গ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ—১৭৬১ সালে আহম্মদ শাহ মহারাষ্ট্রদের (মারাঠা) পরাজিত করিয়াছিলেন।

(ঘ) পলাশীর যুদ্ধ—১৭৫৭ সালে সিরাজ্দ্দৌলা লর্ড ক্লাইভের নিকট পরাজিত হন।

(ঙ) ট্রাফাল্‌গরের যুদ্ধ—১৮০৫ সালে নেলসন স্পেন ও ফরাসীকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

(চ) জাপান সাগরের যুদ্ধ—১৯০৫ সালে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করিয়াছিল।

(জ) ওয়াটারলুর যুদ্ধ—১৮১৫ সালে ডিউক অফ ওয়েলিংটন নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

(ঝ) ১৯৩৫-৩৬ সালে ইটালী আবিসিনিয়া যুদ্ধ—
ইতালী আবিসিনিয়াকে পরাজিত করিয়াছে।

৩। বিভিন্ন দেশের রাজার উপাধি—

(ক) আফগানিস্থান—পূর্ব্বে আমীর বর্ত্তমানে রাজা
(খ) জাপান—মিকাডো
(গ) রাশিয়া—জার (বর্ত্তমানে গণতন্ত্র হইয়াছে)
(ঘ) তুর্কী—সুলতান (বর্ত্তমানে গণতন্ত্র হইয়াছে)
(ঙ) পার্শী—(পূর্ব্বে) সাহ, বর্ত্তমানে "পল্লভী"।

সাহিত্য

১। "Father of English Poetry" কাহাকে বলা হয়, এবং কেন ?

Geoffrey Chaucerকে "Father of English Poetry" বলা হয়, কারণ তিনিই প্রথম ইংরাজী ভাষার বড় কবি। তাঁহার পূর্ব্বে বেশীর ভাগ কবি ল্যাটিন ভাষায় সমস্ত লিখিতেন। "Canterbury's

Tales" তাঁহার বিখ্যাত বই। তাঁহার বই হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমাজ আচরণ ইত্যাদি নানা বিষয় শিখিতে পারা যায়।

২। এমন একজন লোকের নাম কর যিনি (ক) বাল্যকালে কৃষক ছিলেন, তারপর কবি হইয়াছেন। (খ) বড় ইংরাজ কবি এবং ইংলাণ্ডের ইতিহাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। (গ) বিখ্যাত কবি কিন্তু অন্ধ।

(ক) Robert Burns. (খ) Lord Macaulay. (গ) Milton.

৩। England এর Lake poets কাহারা?

Wordsworth, Keats, Shelly,

৪। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কি লিখিয়া Nobel Prize পাইয়াছিলেন?

তাঁহার গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া।

৫। C. V. Raman কিসে Nobel Prize পান?

পদার্থ বিদ্যায় আলো সম্বন্ধে গবেষণার জন্য।

৬। নোবেল প্রাইজ কি।

"নোবেল প্রাইজ" আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের নামানুসারে হইয়াছে। আলফ্রেড নোবেল সুইডেনের ষ্টকহলম সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডিনমাইট আবিষ্কার করেন। এই ডিনামাইট হইতে তিনি প্রচুর টাকা সঞ্চয় করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি মারা যান এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই সর্ত্তে ২৭০০০০০০৲ টাকা উইল করিয়া যান যে তাঁহার টাকার আয় হইতে প্রত্যেক বৎসর ৫টী বিষয়ে (১) Physics. (২) Chemistry. (৩) Medicine. (৪) Literature এবং (৫) Peace ৫টী পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রত্যেক পুরস্কারের মূল্য ১২০,০০০৲ টাকা। জগতের মধ্যে ঐ পাঁচটী বিষয়ে যাঁহারা গভীর চিন্তাপূর্ণ গবেষণা করিয়া কিছু নূতন জিনিষ জগতকে দান করিতে পারিবেন, তাঁহারাই এই পুরস্কারের অধিকারী হইবেন। একটী ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা এই ফণ্ড পরিচালিত হয়।

৭। "রোবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম" কাহার লেখা এবং বাংলা ভাষায় কে কে উহার অনুবাদ করিয়াছেন।

ইহা পারশ্য কবি ওমর খৈয়ামের লিখিত। একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীতে এই কবি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ সালে Edward Fitzguald ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং বাংলা ভাষায় নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও আরও অনেকে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

৮। কোন্ ইংরাজী পদ্য লিখিতে ৩২ বৎসর লাগিয়াছিল ?

"Vision of William concerning Piers the ploughman etc." ১৩৬২ সালে William Langland এই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ১৩৯৪ সালে ইহা প্রকাশিত হয়।

৯। পথের পাঁচালী, দৃষ্টিপ্রদীপ কাহার লেখা ?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। "আলালের ঘরের দুলাল" কাহার রচিত ?

টেকচাঁদ ঠাকুর।

১১। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

স্যার সৈয়দ আহম্মদ।

১২। ইংরাজী, সংস্কৃত এবং ইতালীয় প্রত্যেক সাহিত্যের একজন করিয়া বিখ্যাত কবির নাম কর

ইংরাজী—	সেক্সপীয়ার
সংস্কৃত—	কালিদাস
ইতালী—	দান্তে

১৩। এমন চারিটী ভারতীয় কথার নাম কর যেগুলি ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

(১) Rupee (২) Coolie. (৩) Raja (৪) Bazar

১৪। "Kim" কাহার লেখা ?

Rudyard Kipling.

১৫। ভানুসিংহ, টেকচাঁদ ঠাকুর কাহাদের নাম ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্যারীচাঁদ মিত্র

১৬। শবপোড়া মড়াদাহের দল কাহাদের বলা হইত ?

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার সম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের এই নাম রাখিয়াছিলেন।

১৭। "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী" কাহার লিখিত ?

স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮। Shakespeare সকলের শেষে কোন্ নাটক লিখিয়াছিলেন ?

Tempest

১৯। কে বলিয়াছিলেন "Light more light"

গেটে

২০। ছোটদের উপযোগী করিয়া গল্পে "গীতা" ও "চণ্ডী" কে লিখিয়াছিলেন ?

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত।

২১। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা কি ?

Antidisestablishmentarianistically.

২২। "শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই" কাহার লেখা ?

চণ্ডিদাস

২৩। বাংলায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের নাম কি ?

হ্যালহেড সাহেব রচিত বাংলা ব্যাকরণ।

২৪। বাইবেলে কত কথা আছে ?

৭২৪৬৯২

২৫। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কে কোন্ জিনিষ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ?

(ক) Newton (নিউটন) (খ) Euclid (ইউক্লিড) (গ) Aristotle (এ্যারিষ্টটল্) (ঘ) Socrates (সক্রেটিস্) (ঙ) Homer (হোমার)।

(ক) অঙ্ক এবং পদার্থ বিদ্যা (খ) অঙ্ক এবং গণিতশাস্ত্র। (গ) দর্শনশাস্ত্র (ঘ) দর্শনশাস্ত্র (ঙ) সাহিত্য (ইলিয়ড ও অডিসি)।

২৬। বাইবেল প্রথমে কোন্ ভাষায় লেখা হইয়াছিল ?

বাইবেল প্রথমে হিব্রু ভাষায় লেখা হয় পরে ১৬১, এ. ডি. তে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

২৭। কোন্ মহিলা দুইবার নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন ?

মাদাম কুরী।

বাতাস

১। বায়ুতে প্রধানতঃ কি কি গ্যাস আছে ? এবং কোন্‌টি কত ভাগ আছে ?

বায়ুতে নিম্নলিখিত গ্যাস আছে :—

নাইট্রোজেন	৭৮ ভাগ
অক্সিজেন	২১ ভাগ
আরগণ	১ ভাগ
কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড	·০৩ ভাগ

এই সমস্ত ছাড়াও সামান্য জলীয় বাষ্প, অল্প অল্প ওজোন এ্যামোনিয়া ও অন্যান্য গ্যাস আছে।

২। মানুষ অক্সিজেন লইতেছে এবং কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড ছাড়িতেছে তবুও বাতাসের উপাদান কিরূপে ঠিক আছে ?

গাছপালারা সূর্য্যের আলোর প্রভাবে পাতার ফাঁক দিয়া বায়ু হইতে কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড লয়, তারপর কার্ব্বণ রাখিয়া অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়।

এই প্রকারে বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইডের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য (Equilibrium) আছে।

৩। নাইট্রোজেন বাতাসে কি করে ?

নাইট্রোজেন গ্যাস সকলের জীবনধারণ এবং গাছপালার খাবারের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। ইহার কোন স্বাদ নাই। কোন জিনিষ ইহাতে জ্বলিয়া যায় না। সাধারণতঃ ইহার কোন রাসায়নিক ক্রিয়া নাই। কিন্তু অক্সিজেনে সমস্ত জিনিষ জ্বলে। একটি দিয়াশলাই কাঠি জ্বালাইয়া নিবাইয়া দাও, তার পর উহাকে অক্সিজেনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও, দেখিবে উহা পুনরায় জ্বলিয়া উঠিবে। নাইট্রোজেন না থাকিলে সমস্ত আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাইত।

৪। ঘরের বায়ু বিশুদ্ধ কিনা কি করিয়া জানা যাইবে ?

একটী চওড়া মুখবিশিষ্ট পরিষ্কার বোতল লইয়া ঘরে রাখ, যাহাতে ইহাতে ঘরের বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। এই বোতলে কিছু পরিষ্কার চূণের জল ঢালিয়া কর্ক দিয়া মুখটী বন্ধ করিয়া খুব জোড়ে নাড়া দাও। যদি সেই চূণের জল (lime water) দুধের ন্যায় সাদা হয় তাহা হইলে সেই বায়ুতে খুব বেশী পরিমাণে কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড আছে। এবং সেই বায়ু শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর।

৫। খারাপ বায়ু বাহির হইবার জন্য ঘরের কোথায় ছিদ্র থাকা উচিত ?

আমাদের ফুসফুস হইতে যে বাতাস বাহির হয় তাহা গরম এবং সেইজন্য হাল্‌কা। ইহা উপরদিকে উঠিতে থাকে। সেইজন্য খারাপ বায়ু বাহির হইবার জন্য ঘরের ছাদের নিকট কিংবা অন্য কোন উচ্চ জায়গায় ছিদ্র থাকা উচিত।

৬। ঘরে প্রত্যেক লোকের জন্য যতটা বায়ু দরকার তাহা সঞ্চালনের জন্য কতখানি জায়গা আবশ্যক ?

প্রায় ১০০০ কিউবিক ফিট।

বেলুন

১। বেলুন আকাশে উড়ে কেন ?

একটী কর্ক যেমন জলের উপর ভাসিয়া থাকে সেইরূপ বেলুনও আকাশে উড়ে। বেলুনের উপর বায়ুর উপরদিকের চাপ ইহার (বেলুনের) ওজন অপেক্ষা বেশী। সেইজন্য বেলুন আকাশে উড়ে।

২। ইংল্যাণ্ডে কবে প্রথম বেলুন উঠিয়াছিল ?

১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর।

৩। কে প্রথম বেলুনে আরোহণ করিয়াছিলেন ?

মেজ অধিবাসী ডি রোজিয়ার। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর এবং তার পরেও তিনি মণ্টোগলফার বেলুনে অনেকবার আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনিই বেলুনে আগুন লইবার ব্যবস্থা আবিষ্কার করেন।

৪। সর্ব্বাপেক্ষা বড় বেলুন ষ্টেশন কোথায় ?

'ক্রয়ডন সহরে। এই ষ্টেশন এত বড় যে ইহাতে হোটেল, পুস্তকের দোকান ইত্যাদি নানাপ্রকার আবশ্যকীয় জিনিষের ব্যবস্থা আছে।

৫। দ্রুত এরোপ্লেন চালনায় ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম কে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেন ?

কুমারী এ্যানি জনসন। ইংলেণ্ড হইতে তিনি করাচী আসিয়াছিলেন মাত্র ছয় দিনে। (৪৬৭৮ মাইল)

৬। নীচু হইতে এরোপ্লেন তুলিবার জন্য কে প্রথম ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়াছিল ?

স্যার হিরম ম্যাক্সিম্।

৭। এরোপ্লেন মাটিতে না নামিয়া আকাশে কতদিন থাকিতে পারে ?

এ পর্য্যন্ত ২৭ দিন থাকিতে পারিয়াছে।

বিজ্ঞান

১। সবচেয়ে বড় দূরবীণ কোথায় আছে ?

এতদিন পর্য্যন্ত মাউন্ট উইলসন সবচেয়ে বড় দুরবীণ ছিল, তাহার কাচের ব্যাস ছিল ১০০ ইঞ্চি, পুরু ১৩ ইঞ্চি; কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকার কালিফোর্ণিয়াতে ইহা অপেক্ষা একটী বড় দুরবীণ হইয়াছে। তাহার ব্যাস ২০০ ইঞ্চি, পুরু ৩০ ইঞ্চি।

২। বাতাস কেমন করিয়া জমি উর্ব্বরা করিতে পারে ?

বাতাসে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন আছে। বৃষ্টির সময়ে এই দুইটী মিশিয়া জলের সঙ্গে মাটীতে পড়ে, তাহার জন্য মাটী উর্ব্বরা হয়, কারণ নাইট্রোজেন সারের কাজ করে।

৩। কূপের জল গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা, শীতকালে গরম হয় কেন ?

কূপের জল মাটীর অনেক নীচে থাকে, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তাপ অতদূর পৌছাইতে পারে না; ফলে নীচেকার জল উপরকার

তুলনায় ঠাণ্ডা থাকে। সেইরূপ শীতকালে বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস খুব নীচে প্রবেশ করিতে পারে না ; সেইজন্য গরম বোধ হয়।

৪। গ্রীষ্মকালে রাস্তায় জল দেওয়া হয় কেন ?

প্রথমতঃ ধূলা বসিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সেইজল বাষ্পাকারে পরিণত হওয়াতে বাতাস ঠাণ্ডা হয়।

৫। কাগজ ও সোডার জল তৈয়ারী করিতে কি কি জিনিষ আবশ্যক ?

কাগজের জন্য—খড়, এসপার্টো ঘাস।

সোডার জল এবং কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড।

৬। মূল্যবান ধাতু কোন্‌টি ?

একদিন রেডিয়ামকেই সব চেয়ে মূল্যবান বলা হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে Actinum (এ্যাকটিনাম্) সব চেয়ে মূল্যবান বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

৭। হ্যালির ধূমকেতু কোন্ বছর শেষ দেখা গিয়াছিল, এবং আবার কবে দেখা যাইবে ?

১৯১০ সালে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে আবার নাকি ৭৫ বৎসর পর দেখা যাইবে অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে দেখা যাইবে।

৮। Neon sign কি ?

Neon এক রকম (gas) গ্যাস। Ramsay ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। কলিকাতায় বড় বড় দোকান Neon sign দিয়া আলোকিত করে। সরু সরু কাঁচের নলের ভিতর Neon গ্যাস প্রবেশ করাইয়া এই আলো তৈয়ারী হয়।

৯। সোনা কোন্ এ্যাসিডে গলে ?

Aqua regia, (এাকোয়া রিজিয়া) হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড এবং নাইট্রিক এ্যাসিড সংমিশ্রণ করিয়া aqua regia তৈয়ারী হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সোনা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড কিংবা নাইট্রিক এ্যাসিডে কোনটায় গলে না, কিন্তু ইহাদের mixtureএ (সংমিশ্রণ) গলিয়া যায়।

১০। একটি লোকের সমস্ত চেহারা দেখিতে কত মাপের আয়না প্রয়োজন ?

প্রত্যেক মানুষ নিজের উচ্চতার ঠিক অর্দ্ধেক মাপের আয়না হইলেই সমস্ত চেহারা দেখা যায়।

১১। বর্ষায় ঘুড়ি উড়ান যুক্তিসঙ্গত নহে কেন ?

শুক্না সূতা বিদ্যুৎ বহন করে না, কিন্তু ভিজা সূতা বিদ্যুৎ বহন করে। বৃষ্টির সময় আকাশে বিদ্যুৎ খেলিতে দেখা যায়, সেইজন্য বৃষ্টির জলে সূতা ভিজিয়া গেলে তাহা দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে। সেই সময় সূতা ছুঁইলেই একটা (shock) ধাক্কা লাগে। তাহাতে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

১২। সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা জিনিষ কি ?

হাইড্রোজেন গ্যাস।

১৩। বরফ জলে ভাসে কেন ?

বরফ জলের চেয়েও হাল্‌কা।

১৪। সূর্য্যের আলোতে কয় প্রকার রং আছে ?

সাত প্রকার—(Vibgyor)— Violet, Indigo, Blue, green, Yellow, Orange, Red.)

১৫। জল কি কি জিনিষ দিয়া তৈয়ারী এবং তাহা সম্বন্ধে কি জান বল ?

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটী গ্যাস সংযোগ করিয়া জল হয়। অবশ্য হাইড্রোজেন অক্সিজেন একত্রে রাখিলেই জল হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা জল প্রস্তুত করিতে পারেন।

১৬। লোহাতে মরিচা ধরিবার কারণ কি ?

লোহায় জল লাগিলে সাধারণতঃ মরিচা ধরে। বায়ুতে অক্সিজেন আছে। লোহা আর সেই অক্সিজেন রাসায়নিক সংমিশ্রণে এইরূপ মরিচা ধরে। বায়ুতে জল আছে সেই জলে এই সংযোগ হয়।

১৭। কুয়াসা কেমন করিয়া হয় ?

বাতাসের জলীয় বাষ্প বেশী হইলেই কুয়াসা হয়।

১৮। ভূমিকম্প কি দিয়া মাপা যায় ?

Seismograph.

১৯। পারদের কয়প্রকার থার্ম্মোমিটার প্রচলিত এবং তাহাদের সম্বন্ধে কি জান ?

পারদের তিনপ্রকার থার্ম্মোমিটার প্রচলিত যথা—Centigrade—সেন্টিগ্রেড, Fahrenhiet—ফারেনহীট এবং Reaumur—রিউমার। সেন্টিগ্রেড থার্ম্মোমিটার উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত একশত ভাগে বিভক্ত। ইহার সর্ব্ব নিম্ন সীমাকে 0°C—Zero degree centigrade, এবং ঊর্দ্ধ সীমাকে 100° বলে ফারেনহীটে ঐ স্থানে ১৮০°C ডিগ্রিতে বিভক্ত। ইহার নিম্ন সীমাকে ৩২° এবং ঊর্দ্ধ সীমাকে ২১২° ফারেনহীট বলে। রিউমার থার্ম্মোমিটার ঐ স্থানে ৮০ ভাগে বিভক্ত। সাধারণতঃ চিকিৎসকগণ ফারেনহীট ব্যবহার করেন।

২০। Sea breeze এবং Land breeze কাহাকে বলে?

সমুদ্রের ধারে দেখা যায় দিনের বেলায় সমুদ্র হইতে তীরের দিকে বাতাস বহে এবং রাত্রিকালে তীর হইতে সমুদ্রের দিকে বাতাস বহিতে থাকে। দিনের বেলায় তীরভূমি সমুদ্রের জল অপেক্ষা বেশী উত্তপ্ত হয়। যতক্ষণ তীরভূমি জল অপেক্ষা গরম থাকে, ততক্ষণ তীরের বাতাস হাল্কা হইয়া উপরে উঠে, এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য সমুদ্রের বাতাস তীরের দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ বাতাস বহিলে তাহাকে Sea breeze বলা হয়। রাত্রিতে তীর ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, কিন্তু সমুদ্রের জল তখনও গরম থাকে, এই জন্য রাত্রি বেলায় তীরভূমি হইতে সমুদ্রের দিকে বাতাস বহিতে থাকে। এইরূপ বাতাস বহিলে তাহাকে Land Breeze বলে।

২১। আগুন লাগিলে দেখা যায় যে সেই স্থানে খুব জোরে বাতাস বহিতে থাকে ইহার কারণ কি?

আগুনের উত্তাপের জন্য সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত হইলেই হাল্‌কা হইয়া যায়, এবং ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া থাকে। চারি পার্শ্বের বায়ু সেই স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আসে এবং সেই বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া উপর দিকে উঠিয়া যায়; আবার অন্য বায়ু সেই স্থান পূরণের জন্য আসে এইরূপে সেই সময় বাতাস খুব জোরে প্রবাহিত হয়—

২২। জলের নীচে আমরা বাস করিতে পারিনা, অথচ মাছ ইত্যাদি প্রাণীরা বেশ সহজেই থাকিতে পারে—ইহার কারণ কি?

আমাদের জীবনধারণের জন্য বিশুদ্ধ অক্সিজেন দরকার। বায়ু হইতে অক্সিজেন নাক দিয়া ফুস্‌ফুসে যায়। কিন্তু জলের ভিতর

প্রথমবার নিঃশ্বাস লইতে ফুস্‌ফুসে জল যায় ও তাহাতে ফুস্‌ফুসের কার্য্যশক্তি নষ্ট হয়। সুতরাং আমাদের জলের নীচে থাকা অসম্ভব। কিন্তু মাছেরা কানকো দিয়া নিঃশ্বাস লয়। কান্‌কোগুলি এরূপ ভাবে তৈয়ারী যে তাহার মধ্য দিয়া জল ঢুকিতে পারেনা। জল হইতে অক্সিজেন লইয়া ইহারা কাজ করে, সেই জন্য মাছের পক্ষে জলের নীচে থাকা সম্ভব।

২৩। জল কিরূপে বিশুদ্ধ করা যায় ?

আমরা সাধারণতঃ পুকুর হইতে যে জল পাই তাহা পান করিবার পক্ষে খুব ভাল নয়। একটি মাটির কলসীতে ৫ গ্যালন ঐরূপ জল লইয়া তাহাতে ⅛ আউন্স ফট্‌কিরি মিশাইলে জল বিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং তখন পানীয়যোগ্য হয়।

২৪। কলসীর জল ঢালিতে একপ্রকার শব্দ হয় কেন ?

কলসীর জল কিছু বাহির হইলে কলসীর ভিতরের বায়ুর চাপ বাহিরের বায়ুর চাপ অপেক্ষা কিছু কম হয়, সেই জন্য বাহিরের বাতাস কলসীর ভিতর ঢুকিবার জন্য চেষ্টা করে; তাহাতে জল কম পড়িতে থাকে, কিন্তু কলসীর বাহিরের ও ভিতরের বায়ুর চাপ সমান হইলে জল পড়ে।

এইরূপ কিছু জল কমিয়া গেলে বাহিরের বাতাসের চাপ বেশী হয়, ফলে বাতাস পুনরায় কলসীর ভিতর প্রবেশ করে, তার পর আবার বায়ুর চাপ সমান হইলে জল পড়ে। অনবরত এইরূপ হওয়ার জন্য শব্দ হইতে থাকে।

২৫। মানুষের দেহ হইতে দিনে কত উত্তাপ বাহির হয় ?

সাধারণ একজন লোকের গড়ে যত কাজ করা উচিত সেই পরিমাণ কার্য্য করিলে তাহার দেহ হইতে যে পরিমাণ উত্তাপ বাহির

হয় তাহা দ্বারা ৬১ পাউণ্ড জলকে 0° সেন্টিগ্রেড হইতে ১০০° পর্য্যন্ত Temperatureএ তুলিতে পারা যায়।

২৬। কোন্ ফলে খুব বেশী পরিমাণ চিনি আছে?

আঙ্গুরে খুব বেশী চিনি আছে।

২৭। ইটের প্রাচীর গাঁথিবার সময় সময় চূণ, বালি, জল একত্রে মিশাইয়া যে মশলা প্রস্তুত হয়, তাহার গাঁথুনি কাদার গাঁথুনি অপেক্ষা মজবুত হয় কেন?

মশলার চূণ বাতাসের কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইডের সহিত মিশিয়া Calcium Carbonateএ পরিণত হয়। এই Calcium Carbonate খুব শক্ত। দুই ইঁটের মাঝখানে থাকিয়া ইঁট দুইটিকে খুব জোরে ধরিয়া রাখে। এই জন্য ইহা কাদার গাঁথুনি অপেক্ষা মজবুত হয়। বালি মসলার মধ্যে ছিদ্র রাখিয়া চূণের সহিত কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইডের সংমিশ্রণ করিতে সাহায্য করে।

২৮। সোনা খাঁটি কি না কি করিয়া জানিতে পারা যায়?

খাঁটী সোনার উপর নাইট্রিক এ্যাসিড দিলে কোন দাগ হয় না; কিন্তু তামা, পিতলের বা অন্য কিছুর উপর নাইট্রিক এসিড দিলে সবুজ দাগ পড়ে।

২৯। একটি ঘর হইতে সমস্ত বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লইবার পর যদি ছাদ হইতে ১টী পাই পয়সা ও একটি পালক ফেলা যায় তবে কোনটি আগে পড়িবে?

দুইটাই একসঙ্গে পড়িবে। যদি ঘরে হাওয়া থাকিত তাহা হইলে পাই পয়সাটী আগে পড়িত। পাই পয়সাটীকে ও পালকটীকে বাতাসের

বাধা দিবার শক্তিকে অতিক্রম করিয়া নীচে পড়িতে হইত; কিন্তু পয়সাটীর ওজন পালকের ওজন অপেক্ষা বেশী বলিয়া পয়সাটী আগে পড়িত।

৩০। দ্বিপ্রহরে রামধনু দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

সূর্য্যের আলো মেঘের জলবিন্দুর উপর পড়িয়া রামধনু হয়। সেইজন্য একদিকে মেঘ অন্য দিকে সূর্য্য না হইলে রামধনু হয় না; কিন্তু দ্বিপ্রহরে আকাশের অবস্থা সেইরূপ হয় না।

৩১। শিশির কিরূপে হয়?

দিনের বেলায় সূর্য্যতাপে পৃথিবীর যে সকল জিনিষ গরম হয় সূর্য্যাস্তের পর সেই সমস্ত জিনিষ পুনরায় ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পর ইহাদের তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া ঠাণ্ডা হয়। এই তাপ বিকিরণ করিবার ক্ষমতা সব জিনিষের সমান নয় এই জন্য একই সময়ে এক জিনিষ অন্য জিনিষ অপেক্ষা ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। বাতাস যখন ইহাদের উপর দিয়া বহিয়া যায় তখন বাতাসের মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে সেই বাষ্প এই সকল ঠাণ্ডা জিনিষ যথা, ঘাস, পাতা ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া ঘনীভূত হয় এবং সেই জলের বিন্দুগুলি ঐ সকল ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে লাগিয়া থাকে। এই সমস্ত জলবিন্দুগুলি একত্র হইয়া শিশির তৈয়ার করে।

৩২। ১৯৩০ সালে কোন্ গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে?

Pluto প্লুটো।

৩৩। বৃষ্টি কিরূপে হয়?

মেঘের জলবিন্দুগুলি যতক্ষণ ছোট থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা বাতাসে ভাসিতে পারে। তারপর ইহারা পরস্পর মিলিয়া বড় বড়

জলকণা সৃষ্টি করে। তখন তাহাদের ওজন বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা আর বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে না; মাটিতে পড়িয়া যায়। এইরকমে জলবিন্দুগুলি মাটিতে নামে, তখন তাহাকে আমরা বৃষ্টি বলি।

৩৪। নরম জল ও শক্ত জল কাহাকে বলে?

কোন কোন জলে সাবান দিলে অতি সহজেই ফেনা হয়, আবার কোন কোন জলে অনেক কষ্টের পর ফেনা উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত জলে সহজেই সাবানের দ্বারা ফেনা উৎপন্ন হয় তাহাকে নরম জল বলে, আর যে সকল জলে সহজে ফেনা পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে কঠিন জল বলে। আবার কঠিন জল দুই প্রকারের আছে। (১) অস্থায়ী, আর (২) স্থায়ী। যে জল সিদ্ধ করিলেই তাহার কাঠিন্য দূর হয় তাহাকে অস্থায়ী কঠিন জল বলে; আর যে জলের কাঠিন্য শীঘ্র দূর হইতে চায় না তাহাকে স্থায়ী কঠিন জল বলে।

৩৫। চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ হয় কেন?

(ক) সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসায় সূর্য্যগ্রহণ হয়।

(খ) চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পতিত হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

৩৬। বর্ষাকালে লবণ ভিজিয়া যায় কেন?

বর্ষাকালে বাতাসে খুব বেশী জলীয় বাষ্প থাকে, লবণ সেই জলীয় বাষ্প হইতে জল টানে, সেইজন্য বর্ষাকালে লবণ ভিজিয়া থাকে।

৩৭। আমরা জানি লৌহের ঘনত্ব জলের চেয়ে অনেক বেশী, সুতরাং লৌহ জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু লৌহ নির্ম্মিত ঘটি বাটী ইত্যাদি জলে ভাসে কেন?

তাহার কারণ লৌহ হইতে যখন ঘটী বাটী ইত্যাদি প্রস্তুত হয় তখন উহার ভিতরটী ফাঁপা রাখিয়া বাহিরের আয়তন অনেকটা বর্দ্ধিত করা

হয়। ঐ আয়তন বিশিষ্ট বাটী যে পরিমাণ জল দূর করিতে পারে তাহার ওজন বাটীর ওজন অপেক্ষা বেশী। সুতরাং বাটী জলে ডুবিতে পারে না, ভাসিয়াই থাকে। ষ্টীমার নৌকা এই কারণেই জলে ভাসিতে থাকে।

৩৮। পচা ডিম জলে ভাসিতে থাকে কেন?

ডিমের ভিতর এক প্রকার গ্যাস আছে। ডিম পচিয়া গেলে সেই গ্যাস খোলার গা দিয়া বাহির হইয়া যায়—তাহাতে ডিম হালকা হয় ও ভাসিতে থাকে।

৩৯। স্পিরিট হাতে পড়িলে খুব ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন?

স্পিরিট খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, এই তরল পদার্থ বাষ্প হইতে গেলে কিছু উত্তাপের আবশ্যক হয়। সেই উত্তাপ হাতের চতুর্দ্দিক হইতে লয়---সেই জন্য হাত ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

৪০। দুইটি রেলওয়ে লাইনের সংযোগস্থলে একটু ফাঁক থাকে কেন?

দুইটী রেলওয়ে লাইনের মধ্যে প্রায় ¼ ইঞ্চি ফাঁক রাখা হয়। কারণ উত্তাপে লাইন বাড়িয়া যায়। গরমকালে লাইনগুলি উত্তাপে বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় তাহারা ঠেকিয়া যায়। রাত্রির ঠাণ্ডাতে আবার তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সেইজন্য রাত্রে প্রায় একটা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই ফাঁক না রাখিলে গাড়ী পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত।

খেলা-ধুলা

১। "Olympic games" এরূপ নাম হইল কেন ?

প্রাচীনকালে গ্রীকেরা মাউণ্ট অলিম্পিকতে দেবতাদের আবাসস্থান বলিয়া বিবেচনা করিত। গ্রীকেরা "খেলার দেবতার" উদ্দেশে নানারকম আনন্দ ও খেলা করিয়া কাটাইত। ইহা হইতে খেলার নাম হইল "Olympic games." পাঁচ বৎসর অন্তর এই খেলা হইত এবং গ্রীসের প্রত্যেক রাষ্ট্র ইহাতে যোগ দিত। উদ্দেশ্য ছিল গ্রীকের শতধা বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একতার অনুভূতি আনয়ন করা।

২। "Ashes" মানে কি ?

ইংল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে সমস্ত ক্রিকেটের টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় তাহাকে "Ashes" বলা হয়।

৩। M. C. C, কাহাদের বলা হয় ?

Marylebone Cricket Club. এই দল ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং ভারতীয় টীমের সহিত খেলিয়াছিলেন। বোম্বাই, লাহোর, অমৃতসহর, পাতিয়ালা ইত্যাদি নানা জায়গায় খেলা হইয়াছিল, Jardine ইহাদের ক্যাপ্টেন ছিলেন।

৪। "Maiden Over" মানে কি ?

যে Overএ কোন রাণ হয় না।

৫। L. B. W. কি ?

"Leg Before Wicket."

৬। বাঙ্গালীর মধ্যে বিলিয়ার্ড খেলায় কে নাম করিয়াছে ?

পি, দেব। তিনি ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষে বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছেন।

৭। শ্রেষ্ঠ মুষ্টি যোদ্ধা কে?

ম্যাকস্ বিয়ার পূর্ব্বে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে আমেরিকায় নিউইয়র্কএ তিনি জেমস্ ব্রাড্ডকের নিকট পরাজিত হন।

৮। I. F. A. কথাটির সম্পূর্ণ নাম কি ও কোন্ বৎসর হইতে প্রথম আরম্ভ?

(ক) Indian Football Association.

(খ) ১৮৯৩ সালে প্রথম খেলা আরম্ভ হয়।

৯। কোন্ কোন্ ভারতীয় টিম I. F. A. শীল্ড পাইয়াছে?

১। মোহনবাগান—১৯১১। মহমেডান স্পোর্টিং—১৯৩৬।

১০। Olympicএ ভারতীয় টিম কোন্ খেলাতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল?

হকি খেলায় উপর্য্যুপরি তিন বার।

১১। বিলাতে ফুটবল ম্যাচ কতক্ষন ধরিয়া খেলা হয়?

দেড় ঘন্টা।

১২। কোন্ বাঙ্গালী অবিরাম সাঁতারে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন?

এলাহাবাদে—রবীন চ্যাটার্জ্জী ৮৮ ঘন্টা ১২ মিনিট সাঁতার দিয়া পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন।

কলিকাতায়—প্রফুল্ল ঘোষের রেকর্ড ৭৯ ঘন্টা ২২ মিনিট।

১৩। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়ার কে?

রুশিয়ার—আলেখিন।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ ভারতবাসীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণিতে এবং তৎপর-বৎসর পদার্থ বিজ্ঞানে এম্-এ পাশ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি গণিতে ও পদার্থ বিজ্ঞানে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। গণিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য এডিনবরায় রয়েল সোসাইটী, আয়র্লণ্ডের রয়েল একাডেমী ও আরও অনেক গণিত সভা তাঁহাকে সভাপদে বরণ করিয়াছিলেন। ১৯০১ হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি হাইকোর্টের জজ ছিলেন। ইহার ভিতর একবার তিনি চীফ্ জাষ্টিসের পদও পাইয়াছিলেন।

স্যার আশুতোষ নির্ভীক, স্বার্থহীন ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এবং ইহার জন্যই তিনি "বাংলার বাঘ" আখ্যা পাইয়াছিলেন।

মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত লোক শিক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে বুঝিয়াই তিনি বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দেশীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ প্রদান করা, ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা।

১৯২৪ সালের ২৫শে মে মাত্র দুই তিন দিন রোগ ভোগ করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি পাটনায় ছিলেন।



The Hon'ble Justice Sir Ashutosh Mookerjee, Saraswati, Sastravachaspati, Sambudhagamochakrabharti, Kt., C. S. I., M A., D. L., D. Sc., Ph. D., F. R. A. S., F. R. S. E.

২। স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

C. I. E, D. Sc. (এডিনবার্গ) Ph. D. (কলিকাতা) D. Sc. (Durham) তিনি ১৮৬১ সালে ২রা আগষ্ট রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম পূর্ব্বে যশোহর জেলার অন্তর্গত ছিল বর্ত্তমানে ইহা খুলনা জেলার অন্তর্গত। তিনি নয় বৎসর পর্য্যন্ত গ্রামে পড়িয়াছিলেন তারপর কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তারপর তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Sc. হন; ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে তিনি ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর তিনি সায়েন্স কলেজের পালিত অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে বেঙ্গল কেমিকাল স্থাপন করেন। তিনি পারদ এবং নাইট্রিক এসিড সম্বন্ধে অনেক গবেগণা করেন এবং Ph. D. হন। তিনি রসায়ন সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার বই—History of Hindu Chemistry, Life and Experience of a Bengali Chemist. Mercurous Nitrate and it deerivatives, Makers of Modern Chemisty.

৩। ডাক্তার মেঘনাদ সাহা!

বর্ত্তমানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে বি, এস-সি পাস করেন। ১৯১৫ সালে এম, এ পাস করেন। তারপর তিনি পি, আর, এস, ডি, এস, সি হন। তিনি বার্লিন, লণ্ডন ইত্যাদি নানাদেশের বৈজ্ঞানিক সভায় যোগদান করিয়াছেন। ১৯২১—২৩

সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তারপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যান। তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন।

৪। স্যার যদুনাথ সরকার—C. I. E. M. A. P. R. S. Gold Medalist.

তিনি কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কটকের রেভেনশা কলেজের ও পাটনা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ জিনিষ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার "আওরঙ্গজেব" "শিবাজী" "মোগল সাম্রাজ্যের পতন" ইত্যাদি নানা পুস্তক বিখ্যাত।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ইঁনি একজন বিখ্যাত কবি। ১৮৬১ সালের ৭ই মে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। কিছু দিন কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তারপর সেণ্ট জেভিয়াস স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া স্কুল ছাড়িয়া দেন এবং বাড়ীতে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। সতের বৎসর বয়সে বিলাত যান; সেখানে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। তিনি অনেক উপন্যাস, নাটক সাহিত্য, কবিতা ইত্যাদি লিখিয়াছেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতন স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালে বাংলা সাহিত্য সভায় প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯১২ সালে বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখানে তাহার গীতাঞ্জলি বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ করেন। ১৯১৩ সালে ঐ বইয়ের জন্য নোবেল পুরস্কারলাভ করেন। ১৯১৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট উপাধি দেন।

৬। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার—ব্যারিস্টার

কলিকাতা মেট্রোপলিটান স্কুল হইতে পাস করেন, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে B. A. পাস করেন। রিপন কলেজ হইতে "ল" পাস করেন। ভাগলপুরের মুনসেফ্ হন। কিছুদিন পর ঐ পদ ত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। ইঁনি তৃতীয়বারের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বর্ত্তমানে তিনি ভারত সরকারে "ল" মেম্বর।

৭। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—এম, এ, বি, এল ব্যারিস্টার

ইনি স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়এর দ্বিতীয় পুত্র। ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউসন হইতে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯২১ সালে এম, এ পাস করেন। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বর্ত্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার।

৮। শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

১৮৭৬ সালে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, সতের বৎসর বয়সে তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি সামাজিক ঘটনা লইয়া অনেক বই লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে ডি, লিট উপাধি দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি ভাল ভাল পুস্তক—শেষ প্রশ্ন, দেবদাস, গৃহদাহ, পরিণীতা, শ্রীকান্ত, বিপ্রদাস ইত্যাদি।

৯। স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি—

ইঁনি ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত লণ্ডনে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার ছিলেন। ১৮৯৬ সালের I. C. S. পরীক্ষায় প্রথম হইয়া-

ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি India Councilএর সভ্য। ১৮৭৪ সালে ২৯শে নভেম্বর তাঁহার জন্ম।

১০। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

ইঁনি বর্ত্তমান প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক। ইঁনি বাঁকুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ৪র্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজীতে অনার্স লইয়া বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম হন। এম, এ তে প্রথম শ্রেণী (First class) পান। তারপর এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০১ সালে এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী পত্রিকা বাহির করেন। ১৯০৭ সালে মডার্ণ-রিভিউ বাহির করেন। বর্ত্তমান হিন্দু মহাসভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

১১। সরোজিনী নাইডু—[illegible]

হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতা। ১৯২৫ সালে Indian National Congressএর প্রেসিডেণ্ট হন। বিলাতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ইউরোপ, আমেরিকায় অনেকবার গিয়াছেন। দেশের জন্য অনেক বার কারাবরণ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "Bird of Time" এবং "Threshold" বিখ্যাত পুস্তক।

১২। স্বামী বিবেকানন্দ—

ইঁনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। নাম ছিল নরেন্দ্র নাথ দত্ত। বাল্যকাল হইতেই আধ্যাত্মিক ভাব এঁর ভিতর পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া ইঁনি প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হ'ন। ইনি পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। ছয় বৎসর কাল হিমালয়ে অতিবাহিত করেন। আমেরিকায়, চিকাগো সহরে ইঁনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ বক্তৃতা দেন যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়।

জাপান, প্যারাস, ইংলাণ্ড ও আরও বহু দেশে ইনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দেন এবং বহুলোক এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতের ও ভারতের বাহিরে নানা স্থানে মঠ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৩। স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ।

এম, এ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এল, ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি, এফ, আর, সি। ত্রিচিনপলিতে ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার পালিত প্রফেসর হন। এইখানেই তিনি আলো সম্বন্ধে নানা বিষয় গবেষণা করেন এবং শেষকালে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে এই সব গবেষণার জন্য "নোবেল প্রাইজ" লাভ করিয়া ভারতবর্ষের গৌরব বর্দ্ধিত করেন। এক্ষণে তিনি বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর।

১৪। স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস।

C. S. I., C. I. E., M. A. (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) লণ্ডনের D. Sc. প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিদ্যার প্রফেসর ছিলেন। ঢাকা জিলায় তাহার জন্ম। তিনি বিলাতে রয়েল ইনষ্টিটিউট ইম্পিরিয়েল কলেজ অব সায়েন্স, রয়েল সোসাইটী অফ্ মেডিসিন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা, চিকাগো, কলম্বিয়া ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিক সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি গাছপালা লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত।

পরিশিষ্ট

রাষ্ট্র-বিধান

রাষ্ট্র (State) বলিলে আমরা কি বুঝি ? রাষ্ট্র অর্থে বুঝায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন একটী স্বতন্ত্র জাতি দ্বারা অধ্যুষিত জনপদ—যাহার একটী বিশিষ্ট শাসনতন্ত্র আছে (Government) এবং যাহা অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে।

রাষ্ট্রের প্রতীক—স্বাধীনতা ও সুব্যবস্থিত শাসনতন্ত্র (Government)। পুরাকালে শাসনতন্ত্র বলিলে স্বেচ্ছাচারী রাজা দ্বারা শাসিত জনপদ বুঝাইত। বর্ত্তমানে রাজতন্ত্র ক্রমশই লোপ পাইয়াছে, যে দেশে উহার অস্তিত্ব আছে, সেখানেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের (constitutional monarchy) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—যেমন ইংলণ্ডে। নিয়মতান্ত্রিক রাজা সর্ব্বময় কর্ত্তা নহেন,—তিনি আইনের দাস মাত্র, উহার উপরে নহেন। বর্ত্তমানের অধিকাংশ রাজ্যই "সাধারণ তন্ত্র"।

প্রত্যেক দেশেই শাসনতন্ত্র তিনটী বিভাগে বিভক্ত—প্রথম এবং শক্তিশালী বিভাগ হইতেছে ব্যবস্থাপক সভা (Legislature)—উহা আইন প্রণয়ন করে। দ্বিতীয় বিভাগটীকে বলে শাসন বিভাগ (Executive)—উহা রাজ্য পরিচালনা করে। স্বয়ং রাজা হইতে চৌকিদার পর্য্যন্ত এই বিভাগের অন্তর্গত। তৃতীয় বিভাগটীকে বলে বিচার বিভাগ (Judiciary)—ইহা দেশের চালিত আইন অনুযায়ী বিচার কার্য্য পরিচালনা করে।

ইংলণ্ডের শাসন পদ্ধতি। ইংলণ্ডে যদিও রাজা বর্ত্তমান, তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, ব্যবস্থাপক সভাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাপক

সভার (Parliament) অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে একজন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে "ইহা পুরুষকে স্ত্রীলোক করিতে পারে না, এবং স্ত্রীলোককে পুরুষ করিতে পারে না, তাহা ছাড়া আর সবই করিতে পারে।" পার্লামেণ্টের দুইটী পৃথক সভাগৃহ আছে, একটিকে বলে কমন্স বা গণ সভা (House of Commons) ও অন্যটিকে বলে লর্ডস্ বা অভিজাত-শ্রেণীর সভা (House of Lords)। কমন্স সভার সভ্যগণ সাধারণ নিয়মে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন। লর্ড সভার সভ্যগণ উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত সভায় প্রবেশ করেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট বলিতে উক্ত দুইটী সভাগৃহ ও তৎসহিত রাজাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শাসন বিভাগের প্রকৃত কর্ম্মকর্ত্তা হইতেছেন প্রধান মন্ত্রী, যদিও রাজাকে নামে মাত্র প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বলা হয়। এই প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন কমন্স সভার (House of Commons) গরিষ্ঠদলের দলপতি। সাধারণ নির্ব্বাচনের পর House of Commons গঠিত হইলে, রাজা গরিষ্ঠ দলের দলপতিকে ডাকিয়া তাঁহাকে শাসনতন্ত্র গঠন করিতে অনুমতি দেন, যে ব্যক্তি এইরূপ ভাবে আহূত হন তিনিই প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার স্বকীয় দল হইতে বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন। মন্ত্রী সংখ্যা ১২ হইতে ২২ জন পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই মন্ত্রী সভাই ইংলণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা। কিন্তু একবার নিযুক্ত হইলেই পার্লামেণ্টের পঞ্চম বর্ষব্যাপী জীবনকাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাদের চাকুরী স্থায়ী হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। যদি মন্ত্রীমণ্ডলের (Cabinet) প্রস্তাবিত কোন আইন House of Commons সভায় অধিক সংখ্যক সভ্যের ভোটে পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মন্ত্রীমণ্ডলের উপর দেশের আস্থা নাই এবং মন্ত্রীমণ্ডল তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে পদত্যাগ করিতে বাধ্য। তৎপরে রাজা তৎকালীন গরিষ্ঠ দলকে পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আহ্বান করেন। অনেক সময়ে যখন দেশে কোন গুরুত্ব-ব্যঞ্জক পরিস্থিতি ঘটে তখন

অকালেই House of Commons ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন করা হয়। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে তিনটী রাজনৈতিক দল আছে—উদার নৈতিক, স্থিতিশীল, ও শ্রমিক। যখন ইংলণ্ডের কোন জাতীয় বিপদের সম্ভাবনা বুঝা যায় তখন দলগত-শাসন (Party Government) পরিত্যাগ করিয়া সকল দলের সম্মেলনে জাতীয়-শাসন-বিধি (National Government) অবলম্বিত হয়।

এখন দেখা গেল, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বলিলে যদিও "রাজা, কমন্স সভা ও লর্ড সভার সমষ্টি বুঝায়", কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কমন্স সভাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যদিও প্রত্যেক আইন, রাজা ও দু'টি ব্যবস্থাপক সভার মত সাপেক্ষ, কিন্তু বাস্তব পক্ষে লর্ড সভা কমন্স সভার গৃহীত আইন অগ্রাহ্য (Veto) করিতে সাহস করে না এবং করিলেও "কমন্স সভা" সেই আইন ১৯১১ সালের Veto Bill অনুসারে দুই বৎসরের মধ্যে তিনবার নিজ সভায় পাশ করিয়া রাজার অনুমতি ক্রমে আইনে পরিণত করিতে পারে। রাজার অনুমতিরও বিশেষ মূল্য নাই, দুইটী সভা কোন আইন পাশ করিলে তিনি তাহাতে অনুমতি দিতে বাধ্য।

বিচার বিভাগ কাহারও ভৃত্য নয়। আইন সকলের পক্ষেই এক। কেবলমাত্র কথিত হয় রাজা আইনের অতীত—"রাজা কোন দোষ করিতে পারেন না (The king can do no wrong)। তবে উহার অর্থ নয় যে রাজা দোষ করিলে দণ্ডনীয় হইবেন না, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—নিয়ম-তান্ত্রিক রাজতন্ত্রে যেহেতু রাজা সর্ব্বদাই মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করেন সেই হেতু রাজার কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব নাই। রাজার অনুষ্ঠিত দোষ অর্থে বুঝিতে হইবে পরামর্শদাতা মন্ত্রীর দোষ।

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে কখনও লিখিত হয় নাই—অতীতের নজীরের উপর ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব বুঝিয়া দেখ যে শাসনতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী, বিদ্রোহী বা অবিশ্বাসীর ফুৎকারে একদিনেই

ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্নে যাইতে পারে, তাহা কেমন সহস্রাধিক বৎসর সুষ্ঠুরূপে কালের কোলে পরম সমাদরে বর্দ্ধিত ও গৌরব লাভ করিতেছে। শিক্ষা ও দেশপ্রেমই এই কায়াহীন শাসন পদ্ধতির একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন। বর্ত্তমান কালের সকল উন্নত জাতিসমূহের রাষ্ট্রতন্ত্রই ইংরাজের আদর্শে গঠিত, কিন্তু অনুকরণ অনুকরণই রহিয়া গিয়াছে, তাহা আদর্শের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের শাসন-তন্ত্রে একটী জিনিষ দেখা যায়। ব্যবস্থাপক সভার গরিষ্ঠদলই, শাসন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা অর্থাৎ তাহারাই মন্ত্রী সভা গঠন করে, এবং তাহারাই বিচার বিভাগের বিচারকগণকে নিয়োগ করে। অর্থাৎ তিনটী বিভিন্ন বিভাগ একটী বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়; কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা অন্যরূপ। সেখানে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় (Central Government) দুইটী পৃথক সভাগৃহ আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে শাসন বিভাগের কর্ত্তা নিযুক্ত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি যিনি শাসন বিভাগের (executive) প্রকৃত কর্ত্তা তিনি ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হন না, তিনি সমস্ত দেশের ভোটার দ্বারা পৃথক ভাবে নির্ব্বাচিত হন। অতএব ব্যবস্থাপক সভা অধিক সংখ্যক ভোট দ্বারা যদি বারম্বার তাঁহার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে, তথাপি তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন। তিনি একবার নির্ব্বাচিত হইলে চারি বৎসর কাল নিরুপদ্রবে নিজ কার্য্যে কায়েম থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইন বিভাগেও কিছু নূতনত্ব দেখা যায়। সেখানকার আইন দুই প্রকারের,—কতকগুলি আইনকে "সাধারণ আইন" বলা

হয়, যাহা ব্যবস্থাপক সভা পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু তাহা ছাড়া আর কতকগুলি আইন আছে যাহা ব্যবস্থাপক সভা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না—সেগুলি যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্রের শাসন যন্ত্রের কাঠামোর অংশ বিশেষ (constitutional Law)। যুক্তরাষ্ট্র নাম হইবার কারণ—আমেরিকা অনেকগুলি রাষ্ট্রের সমষ্টি। উহার প্রত্যেকটীতে একজন সভাপতি, একটী করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ও আইন বিভাগ আছে, এবং এই রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনে একটী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা (Central Government) আছে, যাহাকে যুক্তশাসন ব্যবস্থা (Federal Government) বলে।

জার্ম্মাণীর শাসন পদ্ধতি।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর হোহেনজোলার্ন রাজবংশের শেষ সম্রাট উইলিয়াম কাইজারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জার্ম্মাণীতে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতি অনুসারে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ন্যায় সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির ভোটে একজন প্রেসিডেন্ট ৭ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। তাহার একটী মন্ত্রিসভা আছে—তাহার দলপতির নাম ফেডারেল চ্যান্সেলার। বর্ত্তমানে হের হিটলার এই পদের অধিকারী। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা দুই ভাগে বিভক্ত, উহার একটীর নাম রিষ্ট্যাগ ও অপরটীর নাম রিস্‌রাট।

ফরাসী দেশের শাসন-পদ্ধতি

ফ্রান্সে বারবার তিনবার Revolution এর পর বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের সভাপতি, সমগ্র দেশের ভোটে নির্ব্বাচিত

হন না। দুইটী ব্যবস্থাপক সভা—যথা House of Deputes ও Senate,—উহাদের সম্মিলিত অধিবেশনে অধিক সংখ্যক ভোটে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। ইংলণ্ডের House of Commons এর ন্যায় ইহার ক্ষমতা না থাকিলেও, শাসনতন্ত্রের মধ্যে ইহা একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এই সভার গরিষ্ঠদলই মন্ত্রীমণ্ডল নির্ব্বাচন করে। ফ্রান্সে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বহু, সেজন্য মন্ত্রীমণ্ডলের অবস্থা বড় সঙ্কটজনক। অনেকগুলি দলের সমবায়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। অতএব যখনই তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয় তখনই মন্ত্রীমণ্ডল নিম্নব্যবস্থাপক সভায় (House of Deputies) তাহাদের majority হারায় এবং পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। গত পঞ্চাশ বৎসরে ফ্রান্সের মন্ত্রীমণ্ডলের কার্য্যকালের দৈর্ঘ্য গড়ে ছয়মাসেরও কম হইয়াছে।

রুশিয়া

জার্ম্মাণীর ন্যায় রুশিয়ার শাসনতন্ত্রকে মহাযুদ্ধের দান বলা যাইতে পারে। ১৯১৭ হইতে ১৯২৪ সালের মধ্যে রুশিয়ার শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কংগ্রেস সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা। উহার সম্মিলন বৎসরে একবার করিয়া হয়। ইহার অধীনে কেন্দ্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রতি তিন মাসে উহার একবার অধিবেশন হয়—উহা ১৫ দিন যাবৎ চলিতে থাকে।

—শেষ—